ইঞ্জিনিয়ার্স নিউজ

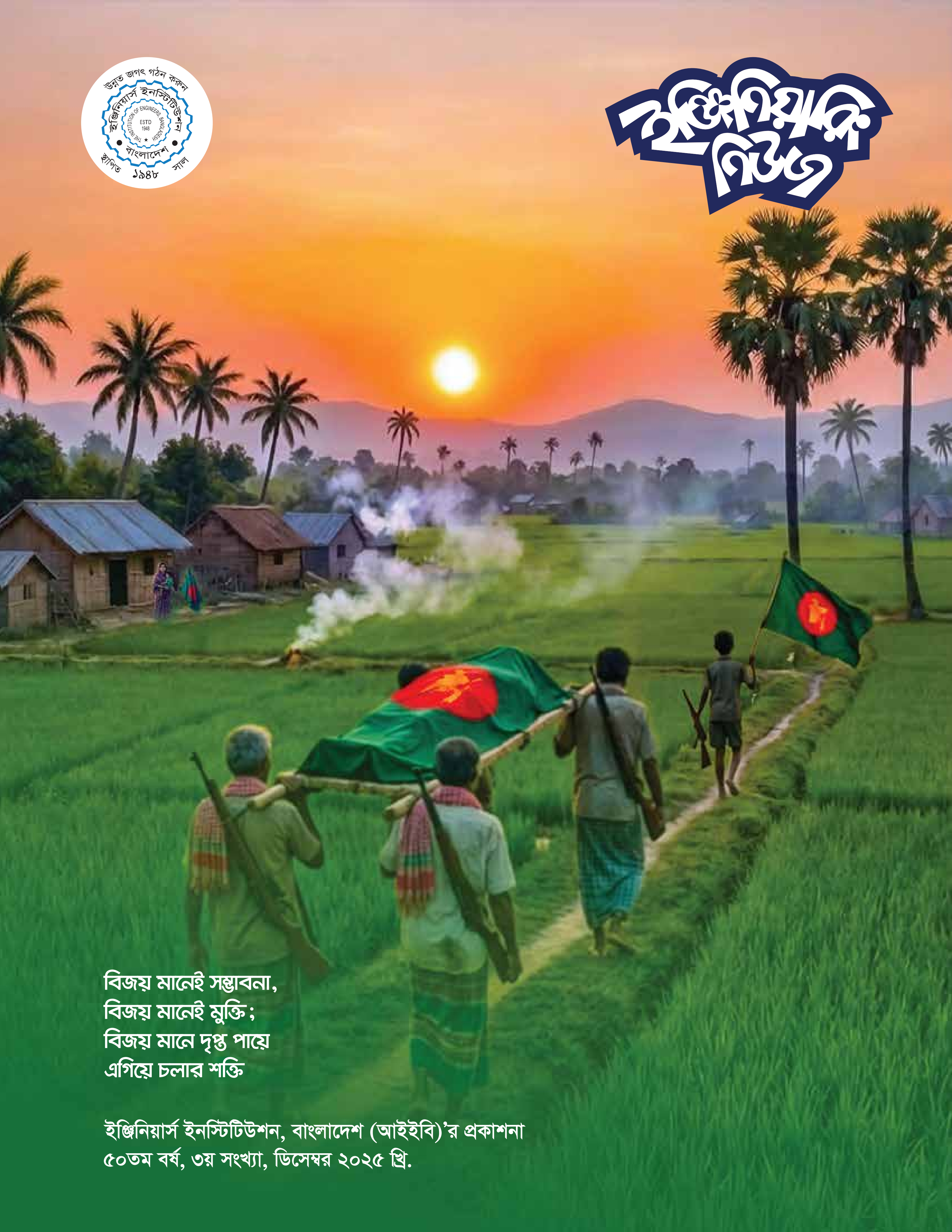

বিজয় মানেই সম্ভাবনা,
বিজয় মানেই মুক্তি;
বিজয় মানে দৃপ্ত পায়ে
এগিয়ে চলার শক্তি

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র প্রকাশনা
৫০তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি.

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ এ প্রকাশের জন্য প্রযুক্তি প্রকৌশল বিষয়ক যেকোনো লেখা *iebnews48@gmail.com* ই-মেইলে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান
সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ সম্পাদনা পর্ষদ
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি

সম্মানিত লেখক-পাঠকদের প্রতি

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ

- **চিঠিপত্র, বিশেষ নিবন্ধ/প্রতিবেদন ঃ** জনগুরুত্বসম্পন্ন প্রকৌশল প্রকল্প, প্রযুক্তি বিকাশ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও জাতীয় উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন/ বিশেষ নিবন্ধ।
- **ধারাবাহিক ঃ** স্বনামধন্য লেখকবৃন্দের বিশেষ নিবন্ধ ধারাবাহিক আকারে প্রকাশ।
- **মুক্তমঞ্চ ঃ** প্রকৌশল/ প্রযুক্তিগত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ মতামতধর্মী লেখা; পাঠক প্রতিক্রিয়া পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য।
- **প্রযুক্তি বিতর্ক ঃ** তেল, গ্যাস, আহরণ, বিতরণ, বিপনন, পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ত্রিদেশীয় গ্যাস সঞ্চালন লাইন, বিকল্প জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, আঞ্চলিক এনার্জি শেয়ারিং চলমান বিতর্ক জনস্বার্থে গঠনমূলকভাবে উৎসাহিত করা।
- **গ্রীণ টেকনোলজি ঃ** গ্রীণ হ্যাবিট্যাট, গ্রীণ আর্কিটেকচার, পরিবেশ বান্ধব সংবাদ ও তথ্য প্রকাশ।
- **প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ব ঃ** প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ক্ষেত্রে নব্য-আবিষ্কার/ উদ্ভাবনের সচিত্র খবর/ফিচার।
- **উদ্ভাবন ঃ** নবীন-প্রবীণ প্রকৌশলী এবং প্রকৌশলে অধ্যয়নরতদের উদ্ভাবনের সচিত্র খবর।
- **পরিবেশ ও প্রতিবেশ ঃ** বিষয় ক্ষেত্রে তথ্য, সচিত্র সংবাদ ও নিবন্ধ প্রকাশ।
- **প্রকৌশল ব্যক্তিত্ব ঃ** নবীন-প্রবীণ প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার ও পরিচিতি।
- **সাক্ষাৎকার ঃ** গুরুত্বপূর্ণ প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে স্বনামধন্য প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার।
- **অতিথি কলাম ঃ** অপ্রকৌশলী মননশীল লেখকদের প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে মতামত সম্বলিত নিবন্ধ।
- **বিশেষ কার্যক্রম ঃ** জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এর উদ্যোগে গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন।

আইইবি-এর প্রকাশনায় নিয়মিত লিখুন, বিজ্ঞাপন দিন

بسم الله الرحمن الرحيم

"নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই তাঁরই দিকে আমরা প্রত্যাবর্তনকারী"– আল কোরআন (২:১৫৬)

বেগম খালেদা জিয়া

১৫ আগস্ট ১৯৪৫ - ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫

বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর চেয়ারপার্সন ছিলেন। তিনি ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট দিনাজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর স্বামী শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর ১৯৮২ সালে তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন এবং ১৯৮৪ সালে বিএনপির হাল ধরেন। নব্বইয়ের দশকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হন। পরবর্তীতে ১৯৯৬ ও ২০০১ সালেও তিনি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। বেগম খালেদা জিয়া ২০২৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

প্রকৌশলীদের মানোন্নয়নে বেগম খালেদা জিয়ার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবদান :

- চারটি বিআইটি (BIT-)-কে বিশ্ববিদ্যালয়ে (RUET, CUET, KUET, DUET) উন্নিত করেন।
- বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রধানদের গ্রেড-১ প্রদান করেন।
- ১৯৯৪ সালে উপ-সচিব সমপর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীদের বেতন নির্ধারণ করে ৫ম গ্রেড প্রদান করেন।
- সহকারী সচিব (সিনিয়র স্কেল) সমপর্যায়ে বিভাগীয় প্রকৌশলীদের বেতন স্কেল নির্ধারণ করে ৬ষ্ঠ গ্রেড প্রদান করেন।
- ঢাকাসহ আইইবি'র কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও জমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে বেগম খালেদা জিয়া প্রশাসনিক সহযোগিতা করেন ।
- ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ (ইএসসিবি) প্রতিষ্ঠায় নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেন।
- ২০০৪ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ (ইএসসিবি) এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।
- আইইবি (IEB)- বিভিন্ন কনভেনশনে উপস্থিত হয়ে প্রকৌশলীদের 'দেশ গড়ার কারিগর' হিসেবে সম্মান জানাতেন।

তাঁর মৃত্যুতে জাতি একজন দূরদর্শী নেতা এবং প্রকৌশল সমাজ একজন অকৃত্রিম অভিভাবককে হারালো। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

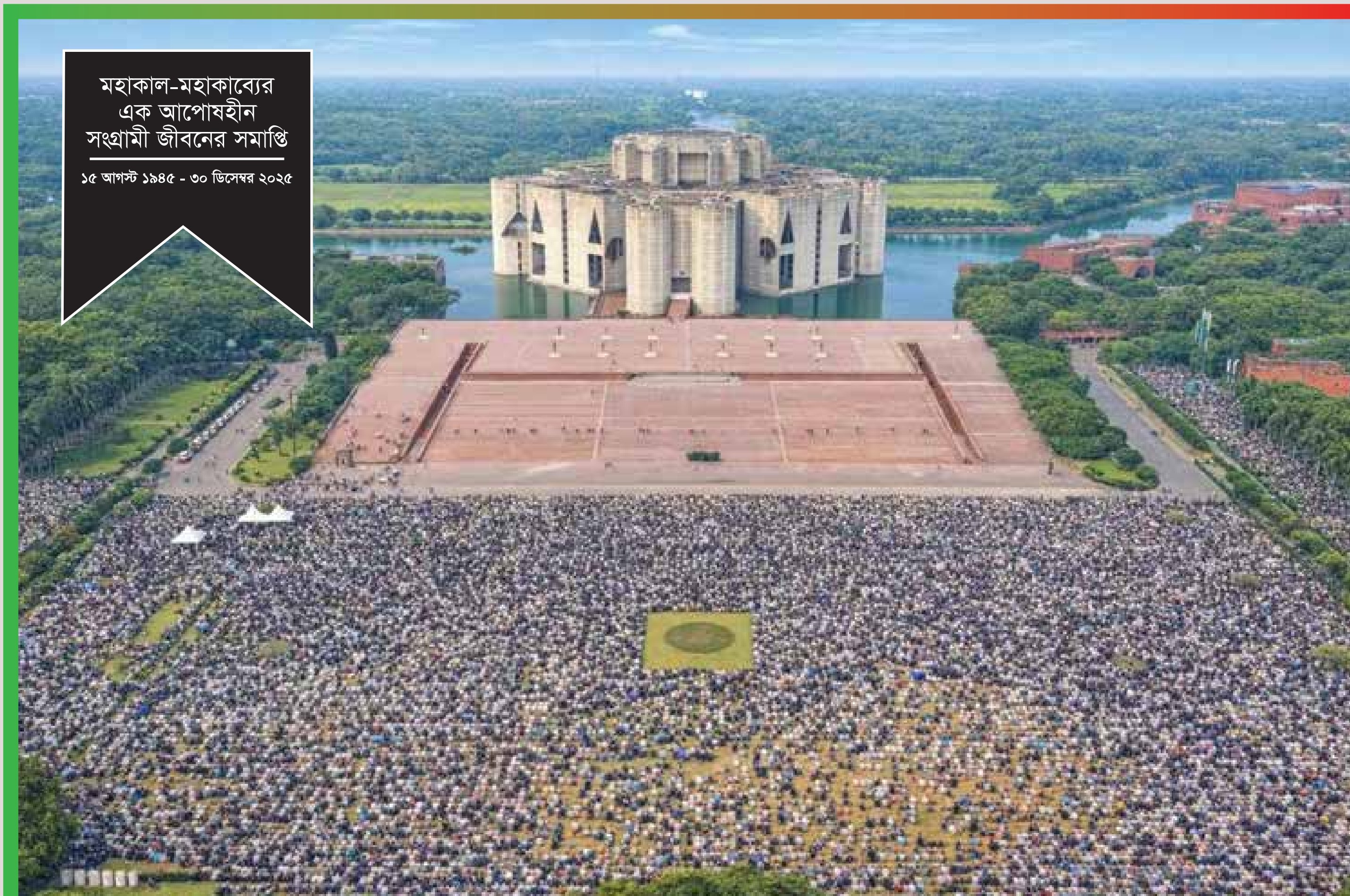

"তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছে বাংলার ভোরের আকাশ,
এদেশের গুল্মলতা ছুঁতে চায় পল্লবিত আঁচল তোমার।
যেন এক প্রতিশ্রুতি হেঁটে যায় আমাদের কণ্টকিত কালের ভিতরে।
লাঞ্ছিতের আহ্বানে যেন মাটি জন্ম দিল শস্যগন্ধী মাটিরই কন্যাকে।"

আল মাহমুদ

ছবিতে আপোষহীন নেত্রী

সম্পাদকীয়

১৬ ডিসেম্বর, বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় গৌরবময় দিন। এই দিনটি কেবল একটি ভূখণ্ডের মুক্তির দিন নয়, এটি শোষণ, বৈষম্য ও দাসত্বের বিরুদ্ধে এক জাতির সাহসী জয়ের প্রতীক। মহান বিজয় দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সেই ত্যাগ, সংগ্রাম ও আত্মনিবেদনের কথা, যার বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ।

একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের উন্নয়নশীল বাংলাদেশে উত্তরণের প্রতিটি ধাপে প্রকৌশলীদের অবদান গভীরভাবে প্রোথিত। সেতু, সড়ক, বিদ্যুৎ, পানি, শিল্প, যোগাযোগ ও ডিজিটাল অবকাঠামো, সবখানেই প্রকৌশল মেধা ও শ্রম বিজয়ের বিপ্লব বাস্তবে রূপ দিয়েছে। স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল একটি শোষণমুক্ত, আত্মনির্ভর রাষ্ট্র, আর সেই লক্ষ্য অর্জনে প্রকৌশলীগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। স্বাধীনতার পরবর্তী পাঁচ দশকে বাংলাদেশ যে উন্নয়নযাত্রা অতিক্রম করেছে, তার প্রতিটি অধ্যায়ে প্রকৌশলীরা নীরব অথচ দৃঢ় নেতৃত্ব দিয়েছেন।

প্রকৌশল কেবল একটি পেশা নয়, এটি একটি দায়িত্ব, একটি দর্শন। ভুল পরিকল্পনা রাষ্ট্রকে পিছিয়ে দেয়, আর সঠিক প্রকৌশল সিদ্ধান্ত একটি জাতিকে এগিয়ে নেয় কয়েক দশক। তাই প্রকৌশলীদের কণ্ঠস্বর নীতিনির্ধারণে আরও জোরালো হওয়া প্রয়োজন। গবেষণা, উদ্ভাবন ও স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধানই পারে বাংলাদেশকে সত্যিকারের টেকসই উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) তথা বাংলাদেশের প্রকৌশলী সমাজের মুখপত্র 'ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ' ৫০তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি. মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানসমূহের সচিত্র প্রতিবেদন বর্তমান সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রকৌশলীদের অবদান নিয়ে কয়েকটি নিবন্ধ এবং প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সংখ্যায় আইইবি সদর দফতর, প্রকৌশল বিভাগ, কেন্দ্র, উপ-কেন্দ্র ও চ্যাপ্টারসমূহের সংবাদ মুদ্রিত হয়েছে। আশা করি বর্তমান সংখ্যার লেখাগুলো পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রিয় পাঠক,
আইইবি তথা প্রকৌশলী সমাজের মুখপত্র ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এর উন্নয়নে প্রকৌশলী সমাজের মতামত, পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি। আপনারা যে কোনো লেখা ও ছবি সম্পাদকীয় বিভাগের ইমেইলে পাঠাতে পারেন।

পরিশেষে সকলের সুস্থ ও শান্তিময় জীবন কামনা করছি।

চিঠিপত্র, মুক্তমঞ্চ ও প্রযুক্তি বিতর্ক বিভাগে প্রকাশিত লেখার মতামত লেখকের।

আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর : রমনা, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।

[সদস্যদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য]

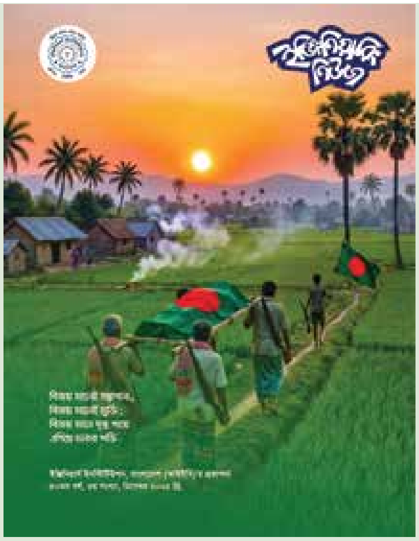

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, এফ/৩০৩০

সম্পাদক
অধ্যা. ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, এফ/৮৯৬০

সম্পাদকীয় সহকারী
প্রকৌশলী রবিউল আলম উজ্জ্বল, এফ/১৪২১৪

সম্পাদকমণ্ডলী
প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, এফ/৯৭৯৭
প্রকৌশলী কে. এম. ফারজাদুল ইসলাম, এফ/১৪১৪২
প্রকৌশলী মো. ফারুকুল ইসলাম জনি, এম/৩৫১৫৫
প্রকৌশলী মো. মেসবাহুল ইসলাম বরাত, এম/৪৪৭৭০
প্রকৌশলী ইয়াছিন শারাফাত শিপলু, এম/৪৫২৬২
প্রকৌশলী সাঈদ হাসান, এম/৪৬৯৯০

প্রচ্ছদ
প্রকৌশলী রবিউল আলম উজ্জ্বল, এফ/১৪২১৪

নির্বাহী সহকারী (প্রকাশনা)
শেখ মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ

গ্রাফিক্স
মো. আরাফাত মিয়া

নিউজ ও সম্পাদকীয় যোগাযোগ
ইমেইল ঃ iebnews48@gmail.com
(নিউজ ও সম্পাদকীয় বিভাগ)

সম্পাদকীয় কার্যালয়
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ
শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর
রমনা, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০২-৫৫১১০৩২৭, ০২-৫৫১১০৪২১
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৫১১০৩২৮
ই-মেইল : iebnews48@gmail.com
ওয়েব সাইট : www.iebbd.org

এই সংখ্যায়

মুক্তিযুদ্ধে সেনা পুরকৌশলীদের গৌরবগাঁথা
প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান নিয়াজ, এম/ ৩৬২৮৪

মহানন্দার তীরে একটি অসমাপ্ত সেতু
প্রকৌশলী উভচিং চৌধুরী, এম/৪৯১৯৭

The Quiet Engineers of 1971: How Technical Minds Helped Win Our Freedom
Engr. Md Rajib Hasan, F/14568

Data-driven Empowerment: Women Engineers Chapter Turns Insights Into Action
Engr. Dilruba Farzana, F/14312, Engr. Nazifa Anzum, M/45071
Engr. Faria Tasnim, M/45074 and Engr. Nazifa Tasnim, M/45475

Look Back, Look Forward: Engineering a New Bangladesh
Prof. Dr. Engr. M. M. Shahidul Hassan, F/02956

জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ: বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের অপরিহার্য ভিত্তি
প্রকৌশলী মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, এম/৪৪৪২৯

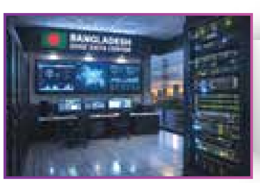

Where Does Digital Independence Begin? The Answer Lies at the Edge
Engr. Md Ariful Huq, F/13534

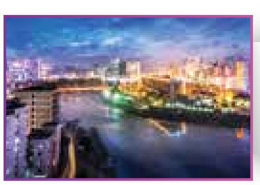

Inception Report and Methodological Framework for the Application of the WAMED Model in Dhaka City: An Integrated Ecological–Economic Evaluation of Solid Waste Management Systems
Engr. Md. Aktaruzzaman Hasan, F/12250

মুক্তিযুদ্ধে সেনা পুরকৌশলীদের গৌরবগাঁথা

প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান নিয়াজ, এম/ ৩৬২৮৪

ভূমিকা: ১৯৭১ সালে নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। ১৯৭১ এর রণাঙ্গনে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত সদস্যরা বিদ্রোহ করে আপামর জনতার সাথে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। সেনাবাহিনীর পুরকৌশলীরা কোর অব ইঞ্জিনিয়ার্সের সদস্য। তারা সকলেই স্যাপার্স নামে পরিচিত। কোর অব ইঞ্জিনিয়ার্সের অফিসার, জেসিও এবং অন্যান্য পদবীর সদস্যগণ মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে সম্মুখ সমরে অনেকেই যুদ্ধ করেছে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টসমূহের এ্যাসল্ট পাইওনিয়ার প্লাটুন এর সদস্য হিসেবেও তারা সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় রণাঙ্গন জুড়ে পুরকৌশলীদের সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ মূলত ছিল Mobility (গতিশীলতা), Counter-Mobility (গতিশীলতা প্রতিরোধ), Survivability (জীবন রক্ষাকারী), General Engineering (সাধারণ প্রকৌশল) প্রকারের। প্রচলিত যুদ্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল মাইন ও বিস্ফোরকের বিপুল ব্যবহার। এই কোরের সদস্যরা সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের মাইন ও বিস্ফোরক প্রশিক্ষণ প্রদানেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুক্তিযুদ্ধে ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ এর মধ্যে আছেন এই কোরের অফিসার শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর। এছাড়াও এই কোরের ৯৪ জন সদস্য মুক্তিযুদ্ধে মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

চিত্র ১: মানচিত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর।

সেক্টর অনুযায়ী বিবিধ উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড নিম্নে লিপিবদ্ধ হলো:

সেক্টর-১: প্রতিরোধ কার্যক্রমসমূহের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা ১৯৭১ সালের ১০ জুলাই চট্টগ্রামের মিরসরাই থানা সদর থেকে আনুমানিক ৫০০ গজ দক্ষিণে ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে গোবনিয়া-হেনাপুনি ব্রীজ, নভেম্বরের শেষ দিকে পটিয়ায় ইন্দ্রপুল ব্রীজ এবং কৈগ্রাম সেতু উড়িয়ে দেয়। ১০ জুন মাইন স্থাপন করে বাড়ইপাড়া গ্রাম সংলগ্ন ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল লাইনে ৩টি বগি, ২৯ জুলাই মিরসরাই ও মস্তাননগর রেল স্টেশনের মধ্যবর্তী মোহামায়া নালার রেলসেতুতে ট্রেনের ৪টি বগি এবং উত্তর মিরসরাই রেল স্টেশনে ২৩ জুলাই অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মাইন স্থাপন করে ট্রেনের ইঞ্জিনসহ ৩টি বগি ধ্বংস করে। এতে সংলগ্ন যোগাযোগ ব্যবস্থাও দীর্ঘদিন পাকিস্তানি সেনাদের ব্যবহার অনুপযোগী থাকে। এছাড়াও, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়কে কালুরঘাট ব্রীজ থেকে ৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে রাখালি ব্রীজ, নগরপাড়া ব্রীজ, ধলঘাট রেলসেতুর গার্ডার এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল লাইনের উপর অবস্থিত কৈবল্যধাম রেলসেতুতে পাকিস্তানি সৈন্য ও মালবাহী ট্রেনের ২টি বগি ধ্বংস করা উল্লেখযোগ্য।

গতিশীলতা কার্যক্রমসমূহের মধ্যে হেঁয়াকো থেকে চট্টগ্রামের দিকে কাচা রাস্তায় পাকসেনাদের পুঁতে রাখা মাইন মুক্তিযোদ্ধারা পরিস্কার করে এই পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হন। পাকিস্তানিদের চট্টগ্রাম থেকে পালানোর সময় শুভপুরে ধ্বংস করা রেলব্রীজ এবং সড়কসেতু মুক্তিযোদ্ধারা পুনঃনির্মাণ করে।

তাছাড়া, বারুদ বিস্ফোরণে ১৯৭১ সালের ০৫ আগস্ট আগ্রাবাদ পাকিস্তানি শিপিং কোম্পানী অফিস সংলগ্ন বিদ্যুৎ সাব স্টেশন, ০৬ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে পোমরায় ইলেক্ট্রিক পাইলন, সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হোস্টেল সংলগ্ন বৈদ্যুতিক পাইপ লাইন, চট্টগ্রাম গোল্ডেন টোব্যাকো কোম্পানীর নিকটবর্তী পেট্রোল পাম্প, কাপ্তাই-মদুনাঘাট বিদ্যুৎ লাইনের টাওয়ার, রাউজান বিদ্যুৎ টাওয়ারের ট্রান্সফরমার, চট্টগ্রামে ক্যাথলিক ক্লাব সন্নিহিত চৌমোহনার ট্রান্সফরমার, চট্টগ্রামের অভয়মিত্রঘাট ট্রান্সফরমার এবং আগ্রাবাদ কলোনির ট্রান্সফরমার বারুদ দ্বারা অকার্যকর করা হয়।

সেক্টর-২: ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের যোদ্ধারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার দক্ষিণে কুমিল্লা সংযোগ সড়কে ধরখার-উজানীসার ব্রীজটি ১৫ এপ্রিল ধ্বংস করে। মুক্তিযোদ্ধারা ১৭ এপ্রিল সরাইল থানার শাহবাজপুর ইউনিয়নে কুমিল্লা সংযোগ সড়কে সিঅ্যান্ডবি ব্রীজ, ০৬ জুলাই কুমিল্লা-চাঁদপুর রাস্তায় হাজীগঞ্জের কাছে রামচন্দ্রপুরের ব্রীজ, ৮ জুলাই মুদাফফরগঞ্জ সড়ক সেতু, আগস্ট মাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কলামুড়া ব্রীজ, ১৩ নভেম্বর ফেনী জেলার দাগনভূঞা থানার রাজাপুর ইউনিয়নের বিরলী ব্রীজ, ১৪ আগস্ট রাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে মেঘনা ফেরি থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দাউদকান্দির দিকে ভাটেরচর ব্রীজ এবং এর দক্ষিণে ভবেরচর ব্রীজ অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে বারুদ দিয়ে ধ্বংস করে। মুক্তিযোদ্ধারা বিস্ফোরক দিয়ে ২৩ জুলাই নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানাধীন সাহেবজাদা পুল, ৬ আগস্ট লাকসাম থানায় আপানিয়া পুল এবং একই থানার কুমিল্লা-লাকসাম সড়কে বিজয়পুর সেতু ১৮ জুন, কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানায় অবস্থিত বাজানকারা সেতু ২০ সেপ্টেম্বর, কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সড়কের মতুরা সেতু ১৯ জুন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবার ইমামবাড়ি রেল সেতু ২৬ মে ধ্বংস করে দেয়। মুক্তিযোদ্ধরা ২৯ আগস্ট সাটুরিয়া থানাধীন নয়াডিঙি ব্রীজ, ১২ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জ জেলায় অবস্থিত ফতুল্লা রেলসেতু, ১০ অক্টোবর পাগলা রেলসেতু, অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে নারায়ণগঞ্জের ইসদাইর রেলসেতু, ১৪ নভেম্বর ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে অবস্থিত ধামরাই থানাধীন ভায়াডুবি ব্রীজ, ১০ ডিসেম্বর মহাদেবপুর ব্রীজ ধ্বংস এবং ১১ নভেম্বর গভীর রাতে নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানায় মুক্তিযোদ্ধারা ইপিআর সদস্যদের সাথে নিয়ে অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মাইন দিয়ে লাঙ্গলবন্দ ব্রীজের ক্ষতিসাধন করে। এছাড়াও, মুক্তিযোদ্ধারা ৯ নভেম্বর চাঁদপুর ও সাহাতলীর মাঝামাঝি স্থানে রেলপথ ও রেলের একটি বগি ও ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইনে পুবাইল রেল স্টেশনে ১৩ ডিসেম্বর ভোরে মাইনের সাহায্যে একটি ট্রেন উড়িয়ে দেয়।

মুক্তিযোদ্ধারা বারুদ ও লিমপেট মাইন বিস্ফোরণে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে দাউদকান্দি থানার আওরখেলা গ্রামে ফেরি, ২৬ নভেম্বর রাতে মেঘনা ফেরি ঘাটে দুটি ফেরি, নারাণয়গঞ্জ বন্দরে ১৮ অক্টোবর এমভি তুরাগ জাহাজ, চাঁদপুর জেলায় ১৫ আগস্ট রাতে পন্যবাহী জাহাজ এবং নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ধলেশ্বরী নদীতে জাঙ্গমুলিয়া এলাকায় একটি জাহাজ ধ্বংস করে। ২৪ জুলাই বেলুনিয়াতে একটি ডেমোলিশন বিশেষজ্ঞ দল পাকিস্তানিদের স্থাপিত মাইন নিষ্ক্রিয় করে। কুমিল্লা জেলায় লাকসাম থানায় ২৯ মে লাকসাম চাঁদপুর রেললাইনে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের এ্যাসল্ট ইঞ্জিনিয়ার সদস্যরা মাইন পুঁতে ৩টি রেলওয়ে বগি বিধ্বস্ত করে। ০১ জুন ফেনীর জাম্মুড়া-দরবারপুর-বশিকপুর গ্রামের মুহুরী নদীর পারে এন্টি-পার্সোনাল ও অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মাইন এবং ০৫ নভেম্বর চিথলিয়া রেলস্টেশন এলাকায় বুবিট্রাপসহ অ্যান্টি-পার্সোনাল ও অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মাইন স্থাপন করা হয়। তাছাড়াও, ২৭ জুন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তিতাস গ্যাস লাইন, ৩১ আগস্ট চৌদ্দগ্রাম-বাংগোড়া-লাকসাম রাস্তা খুড়ে তিন জায়গাতে জিলেটীন বারুদ বিস্ফোরণে ৮০ ফুট রাস্তা, নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দরে ৮ সেপ্টেম্বর চাষারা রেললাইনে অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মাইন বিস্ফোরণ, ২৮ অক্টোবর মতিঝিলের ডিআইটি ভবনের ৭ তলার টাওয়ারের একাংশ, ০৩ নভেম্বর সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন এবং চিনিষপুর তিতাস গ্যাস সাব-স্টেশন বিনষ্ট বা ধ্বংস অভিযান উল্লেখযোগ্য ছিল।

এছাড়াও, মুক্তিযোদ্ধারা বারুদ বিস্ফোরণে ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে ঢাকার মালিবাগ এলাকায় পেট্রোল পাম্প, ১৯৭১ সালের ১২ জুলাই নরায়ণগঞ্জ জেলার চৌধুরীবাড়ি বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমার, ১৬ আগস্ট সিদ্ধিরগঞ্জ থানার বার্মা ইস্টার্নের ট্রান্সফরমার, নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার প্লান্ট, ১৬ আগস্ট রূপগঞ্জ থানার উলন বিদ্যুৎ লাইন ও পিলার, ১৬ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানার নবীগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইনের উপর রামনগর রেলসেতুর গ্যাস পাইপ লাইন ধ্বংস করে দেয়।

সেক্টর-৩: প্রতিবন্ধক কাজের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা ১৭ জুলাই ঢাকা-নরসিংদী মহাসড়কের উপর বরদা গ্রামের পশ্চিম দিকে অবস্থিত কালভার্ট, ১৪ আগস্ট নরসিংদী থেকে শিবপুরের মধ্যবর্তী স্থানে পুটিয়া বাজার ব্রীজ, ১৯ নভেম্বর গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর থানাধীন গজারিয়া পাড়ায় সেতু, অক্টোবর মাসের শেষ দিকে শ্রীপুর থানার কাওরাইদ রেলসেতু ডিনামাইট বিস্ফোরণে ধ্বংস করে এবং ডিসেম্বর মাসে চান্দুরার উত্তরাংশে রোড ব্লক তৈরী করে। এছাড়াও, সেপ্টেম্বর মাসে নরসিংদী মহকুমায় অবস্থিত ভরতেরকান্দি সেতু, সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে থানা সদর থেকে বাল্লা সীমান্ত অভিমুখের সড়কে ইসালিয়া সেতু এবং ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে শ্রীপুর উপজেলার অন্তর্গত ইজ্জতপুর রেলসেতুটি মুক্তিযোদ্ধারা ধ্বংস করতে সক্ষম হয়।

তাছাড়াও, মুক্তিযোদ্ধারা হবিগঞ্জের শাহজীবাজার রেলসেতুতে ১৫ই জুন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে একটি ট্রেন, নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে নরসিংদী জেলার আইয়ুবপুর ইউনিয়নে ঘাসিরদিয়ার এলাকায় মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাকিস্তানি সেনা বহনকারী গাড়ি এবং ময়মনসিংহ জেলার কামালপুর বিওপি'র যুদ্ধে পাকা রাস্তার ওপর অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাকিস্তানি সেনা বহনকারী দুটি গাড়ীর ক্ষতি সাধন করে।

সেক্টর-৪: মুক্তিযোদ্ধারা ২৫ জুলাই মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া ও কমলগঞ্জ থানার মধ্যবর্তী স্থানে পাবই গ্রামের রেল কালভার্ট, আগস্টের মাঝামাঝি কমলগঞ্জ থানা সদর থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে পাইকপাড়ার সেতু, বড়লেখা স্টেশন থেকে প্রায় ৩০০ মিটার উত্তর দিকে হাতমা সেতু এবং ২৭ মে কুলাউড়া থানার শরীফপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত চাতলাপুরে অবস্থিত পালকি সেতু বিস্ফোরক দিয়ে ধ্বংস করা হয়। এছাড়াও, মুক্তিযোদ্ধারা ২৮ জুলাই টাঙ্গাইলের বাঘুটিয়া নামক স্থানে মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শত্রু সেনা বহনকারী ২টি জীপ বিধ্বস্ত করে।

সেক্টর-৫: মুক্তিযোদ্ধারা ১০ জুলাই সিলেট-তামাবিল-শিলং সড়কের সারি নদীর ওপর অবস্থিত সারি সেতু, সিলেট-ঢাকা মহাসড়কের তেলিবাজার সেতু, ঢাকা-সিলেট রেলপথে অবস্থিতি করাঙ্গী সেতু এবং সিলেট-ছাতক রেললাইনের তাজপুর এলাকায় রেললাইন বিস্ফোরক দ্বারা ধ্বংস করে। এছাড়াও, ২৮ মে সিলেট জেলার নইওরপুল ট্রান্সফরমার বিস্ফোরক দিয়ে ধ্বংস উল্লেখযোগ্য ছিল।

সেক্টর-৬: মুক্তিযোদ্ধারা ২৮ জুন পঞ্চগড় জেলা সদরের তালমা নদীর উপর শালমারা ব্রীজ, জুলাইয়ের প্রথম দিকে সদর থানার উত্তর-পূর্বে তালমা ব্রীজ এবং ২৮ মে দিনাজপুর জেলা সদরে মোহনপুর ব্রীজ বিস্ফোরকের সাহায্যে ধ্বংস করে। লালমনিরহাট ও পাটগ্রামের মধ্যবর্তী এলাকায় তিস্তা নদীর উপর বড়খাতা ব্রীজটি ১২ আগস্ট ইপিআর বাহিনীর সৈন্যদের সমন্বয়ে গড়া দল ৩টি স্থানে বারুদ দ্বারা, গাইবান্ধা-সুন্দরগঞ্জ সড়কের উপর দারিয়াপুর ব্রীজটি সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে, ১৭ অক্টোবর রাতে গাইবান্ধা শহর থেকে ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত বাদিয়াখালী ব্রীজ এবং ২২ জুলাই নীলফামারী জেলার মির্জাগঞ্জে অবস্থিত রেলসেতুটি বারুদ বিস্ফোরণে মুক্তিযোদ্ধারা উড়িয়ে দেয়। এছাড়াও, নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় কুড়িগ্রাম জেলা সদরের মোগলবাছা ইউনিয়নের অর্জুননালায় রেলসেতুর লাইনের নিচে

ডিনামাইট রেখে উলিপুরগামী ট্রেনে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। তাছাড়াও, ১৯৭১ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি লালমনিরহাট জেলার লালমনিরহাট-মোগলহাট রেললাইন মুক্তিযোদ্ধারা মাইন বিস্ফোরণের মাধ্যমে উড়িয়ে দেয় এবং কুড়িগ্রাম জেলায় সদর থানায় দুর্গাপুর রেললেইনে অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মাইন বিস্ফোরিত করে ইঞ্জিনসহ পাকিস্তানি সেনা ও রসদ বহনকারী ২টি বগি ধ্বংস করে।

সেক্টর-৭ঃ এই সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা অক্টোবর মাসের শেষ দিকে বগুড়া-রংপুর মহাসড়কের মোকামতলার মালাহার গ্রামের চৌকিরঘাট ব্রীজ, ১ নভেম্বর রাজশাহী জেলার আড়ানী রেলসেতু, ১৩ নভেম্বর বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলায় অবস্থিত সুখানপুকুরের রেললাইনে ইঞ্জিনসহ ৩টি বগি এবং ১৫ নভেম্বর রাতে জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর রেল সেতু বিধ্বস্ত করে দেয়। এছাড়াও, ঈশ্বরদী থেকে পার্বতীপুর রেললাইনের শাহাগোলা রেলসেতু, জয়পুরহাট ও আক্কেলপুরের মধ্যবর্তী স্থানে জামালগঞ্জ রেলস্টেশন এর ব্রীজ ধ্বংস এবং ১০ অক্টোবর রাজশাহীর ভানপুর রেললাইনে মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ট্রেন লাইনচ্যুত করা উল্লেখযোগ্য।

সেক্টর-৮ঃ কুষ্টিয়া, যশোর, চুয়াডাংগায় পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার সময় মুক্তিযোদ্ধারা প্রচুর বারুদ ও মাইনের ব্যবহার করেছিল।

সেক্টর-৯ঃ বরগুনা জেলার পাথরঘাটা ট্রান্সফরমার মুক্তিযোদ্ধারা বিস্ফোরক দিয়ে ধ্বংস করে দেয়।

সেক্টর-১০ঃ বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় পাকিস্তানিদের নৌযানসমূহ ধ্বংস করতে প্রচুর লিমপেট মাইনসহ বারুদ ব্যবহার হয়েছিল। চট্টগ্রাম ও খুলনায় পরিচালিত এ সকল অভিযানে মূলত নৌ সদস্যরা অংশগ্রহণ করেছিল।

সেক্টর-১১ঃ প্রতিবন্ধক কাজের মধ্যে এই সেক্টরের ময়মনসিংহ-জামালপুর পাকা রাস্তায় অবস্থিত চরাঘাঁটি সেতু, শেরপুর মহকুমার বাঘাই নদীর উপর কাটাখালী সেতু এবং তিনআনি ফেরিঘাট ধ্বংস উল্লেখযোগ্য। মুক্তিযোদ্ধারা ২৯ জুন টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানায় সূত্রাপুর সেতু, ১৩ জুলাই নেত্রকোনা থানার ঠাকুরকোনা সেতু এবং ১৭ আগস্ট ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জ রাস্তায় কিশোরগঞ্জ-ময়মনসিংহ সেতু, ২২ সেপ্টেম্বর গফরগাঁও থানার অধীন কাওরাঈদ ও মশাখালী স্টেশনের মাঝামাঝি স্থানে হরছলা সেতু, ৩১ অক্টোবর টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি থানার অন্তর্গত ইছাপুর সেতু, ১৮ নভেম্বর টাঙ্গাইল জেলা সদরে অবস্থিত ভাতকুড়া সেতু এবং ১৯ নভেম্বর ঢাকা-টাঙ্গাইল সড়কের বিভিন্ন স্থানে ৩০ মাইল ব্যাপী রাস্তায় ছোট-বড় মোট ১৭টি সেতু ধ্বংস বা আংশিক ক্ষতিসাধন করে। তাছাড়াও, মুক্তিযোদ্ধারা ১৯৭১ সালের ১৯ নভেম্বর কালিয়াকৈর থানা উন্নয়ন অফিসের দক্ষিণে মহিষবাথান সেতু, ২০ নভেম্বর মির্জাপুর সেতু এবং পরবর্তী দিন একই থানায় কুর্নির কালভার্ট ও শুভল্লা সেতু, ২০ জুলাই ময়মনসিংহ জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাটের নিকটবর্তী বেগুনবাড়ি রেল সেতু, ১৫ অক্টোবর বাহাদুরাবাদ ঘাট এলাকায় মাইজখা রেলসেতু ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জামালপুর শহর থেকে ২ মাইল উত্তরে অবস্থিত ফেরি ঘাটে ২৫ অক্টোবর দুইটি ফেরি এবং একটি লঞ্চে মাইন স্থাপন করে ধ্বংস করা তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

উপসংহারঃ মুক্তিযুদ্ধের সকল সেক্টরে সম্মুখ সমর থেকে প্রশিক্ষণ শিবির পর্যন্ত সর্বত্রই ছিল কোর অব ইঞ্জিনিয়ার্স এর সদস্যদের সরব ও সক্রিয় পদচারণা। সদা, সর্বত্র মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত এই কোরের সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধে ৮২টি ব্রীজ ও রেললাইন ধ্বংস, ০৮টি নৌযান ধ্বংসের অপারেশন, ০২টি মাইন অপসারণ ও নিষ্ক্রিয়করণের অপারেশন, ১২টি মাইন যুদ্ধ, ০২টি রোড ব্লক অপারেশন, ০১টি রোড ক্রাটারিং অপারেশন, নিজস্ব বাহিনীর ব্যবহারের জন্য ০১টি সেতু পুনর্নির্মাণ এবং ২৬টি স্কর্চিং দ্যা আর্থ অপারেশন সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছিল। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোর অব ইঞ্জিনিয়ার্স এর অদম্য, আত্মত্যাগী ও দেশপ্রেমিক সাহসী সেনাসদস্যদের একনিষ্ঠ অবদানের গৌরবগাঁথা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্রঃ

১। সম্পাদনা বোর্ড, মুক্তিযুদ্ধে সামরিক অভিযান (১-৭) খন্ড, ঢাকা, এশিয়া পাবলিকেশন, ২০০৫।

২। সম্পাদনা বোর্ড, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিহাস (১ম খন্ড), শিক্ষা পরিদপ্তর, সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস, ২০১৫।

৩। সম্পাদনা বোর্ড, মুক্তিযুদ্ধে স্যাপার্স, ঢাকা, আর্মি প্রিন্টিং প্রেস, ২০১৮।

লেখক পরিচিতি

প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান নিয়াজ ১৯৯৯ সাল হতে সরকারি চাকুরীজীবী। তিনি জাতীয় পর্যায়ের বিবিধ পূর্ত কর্মের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তিনি ব্যাচেলর অব সাইন্স ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, মাস্টার্স ইন ডিফেন্স স্টাডিস এবং মাস্টার্স ইন বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেছেন। বিবিধ জাতীয় দৈনিক ও জার্নালে তার প্রায় ১০০ টিরও অধিক লেখা ও ৬ টি বই ইতিমধ্যে প্রকাশিত।

মহানন্দার তীরে একটি অসমাপ্ত সেতু

প্রকৌশলী উভচিং চৌধুরী, এম/৪৯১৯৭

চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ। হেমন্তের কুয়াশা মহানন্দা নদীর জলে মিশে গেছে। নদীর পশ্চিম তীরে পাকিস্তানি সেনার একটি বড় কনভয় আটকে আছে। কারণটা একটাই, সেতুটি আর নেই। তিনদিন আগে রাতে বিস্ফোরণে পুরো সেতু ধসে গেছে। এখন কনভয়ের জিপ-ট্রাকগুলো নদীর ধারে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর সৈন্যরা অধৈর্য হয়ে গালাগাল দিচ্ছে।

সেই বিস্ফোরণের পেছনে ছিল একটি নাম, ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর। বয়স মাত্র ২৬। বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র থাকতে থাকতেই যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তান আর্মির ইঞ্জিনিয়ার্স কোর ছেড়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। সেক্টর ৭-এর ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাটুনের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। কিন্তু এই গল্পটা শুধু তার একার নয়। এ গল্প আরও চারজন তরুণ প্রকৌশলীর। যাদের নাম ইতিহাসের পাতায় খুব একটা উঠেনি।

প্রথম জন, রফিকুল ইসলাম রফিক। বুয়েট ৬৮ ব্যাচ। যুদ্ধ শুরু হলে আগরতলার কাছে মেলাঘর ক্যাম্পে গিয়ে হাজির। তার হাত ছিল সোনার হাত। পুরনো পাকিস্তানি মাইন থেকে বিস্ফোরক বের করে নতুন আইইডি বানাতে তার জুড়ি ছিল না। দ্বিতীয় জন, শাহেদা আক্তার লাকি। হ্যাঁ, মেয়ে। রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ফাইনাল ইয়ার। বোরখা পরে পুরুষদের সঙ্গে রাতের পর রাত নদীর তীরে মাইন পুঁতত। তার হিসেবে ভুল হতো না। একটা মাইনও অকেজো যায়নি। তৃতীয় জন, সুব্রত বড়ুয়া। চট্টগ্রাম পলিটেকনিকের মেকানিক্যালের ছাত্র। হাতে কোনো বই নয়, হাতে সবসময় রেঞ্জ আর স্ক্রু-ড্রাইভার। সে-ই প্রথম বেসামরিক ট্রাক থেকে বর্ম খুলে, তার ওপর ৭৫ মি.মি. রিকয়েললেস রাইফেল বসিয়ে "টাইগার টেকনিক্যাল" বানিয়েছিল। চতুর্থ জন, আব্দুল মোত্তালিব। ঢাকা পলিটেকনিক। তার কাজ ছিল রেডিও। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গোপন ট্রান্সমিটার সে-ই ঠিক রেখেছিল। কখনো কখনো পাকিস্তানি জ্যামিং-এর মধ্যেও "চরমপত্র" পৌঁছে দিত।

এই পাঁচজনের একটাই লক্ষ্য ছিল, মহানন্দার ওপর যে রেল-কাম-রোড সেতুটি আছে, সেটা যেকোনো মূল্যে উড়িয়ে দিতে হবে। কারণ এই সেতু দিয়ে পাকিস্তানিরা রাজশাহী থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ হয়ে ভারতের মালদহ সীমান্তে সৈন্য পাঠাচ্ছিল। সেতু না ভাঙলে সেক্টর ৭ পুরোপুরি মুক্ত হবে না। নভেম্বরের ১০ তারিখ রাত। চাঁদ নেই। কুয়াশা ঘন। পাঁচজন নৌকায় করে নদী পার হল। সঙ্গে ২০০ কেজি টিএনটি, ডেটোনেটর আর তার। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর নিজে ডুবুরির পোশাক পরে নদীর তলা দিয়ে গিয়ে সেতুর পিলারে মাইন লাগাবেন। বাকিরা তীর থেকে কভার দেবে। রাত দেড়টা। কাজ প্রায় শেষ। হঠাৎ পাকিস্তানি পেট্রোলিং বোটের আলো। গুলি চলল। লাকি গুলিবিদ্ধ হল বুকে। রক্তে তার সাদা শাড়ি লাল হয়ে গেল। তবু সে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে তার জয়েন্ট করল। রফিক চিৎকার করে বলল, "লাকি আপা, পিছিয়ে আয়!" লাকি শুধু হাসল। তারপর ডেটোনেটর টিপে দিল। বিস্ফোরণ। আকাশ কেঁপে উঠল। সেতুর মাঝের অংশটা পুরোটা ধসে গেল। কিন্তু লাকি আর উঠল না। সেই রাতে তারা ফিরে এলো চারজন। একজনকে কাঁধে করে।

কিন্তু গল্প এখানে শেষ হয়নি। ডিসেম্বরের ১৪ তারিখ। যুদ্ধ প্রায় শেষের মুখে। পাকিস্তানিরা এখনো মহানন্দার পশ্চিম তীরে আটকে আছে। কিন্তু মুক্তিবাহিনীকে এপার থেকে ওপারে যেতে হবে। পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করবে কি না, তার আগে শেষ আঘাতটা দিতে হবে। সেতু নেই। শুধু ধ্বংসাবশেষ। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর বললেন, "আমাদের একটা অস্থায়ী সেতু লাগবে। যেকোনো মূল্যে। কাল সকালের মধ্যে।" সুব্রত আর মোত্তালিব রাতভর কাজ করল। কাছাকাছি গ্রাম থেকে নৌকা জোগাড় করল। বাঁশ, কাঠ, দড়ি। রফিক একা একা কাঁদছিল। লাকির শাড়িটা তার পকেটে ছিল। সে সেই শাড়ি দিয়ে নৌকার গায়ে লাল-সবুজ পতাকা বানাল। সকাল ছয়টা। অস্থায়ী সেতু তৈরি। কিন্তু পাকিস্তানি মর্টার পড়তে শুরু করেছে। একটা শেল সোজা সেতুর মাঝখানে। সুব্রত লাফ দিয়ে সেই শেলটা ধরে ফেলল আর নদীতে ফেলে দিল। বিস্ফোরণে তার দুটো হাত উড়ে গেল। তবু সে হাসছিল। বলল, "সেতু বাঁচল তো?" সেতু বাঁচল। মুক্তিবাহিনী পার হল। পাকিস্তানিরা পিছু হটল। কিন্তু ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর আর ফিরলেন না। ১৪ ডিসেম্বর রাতে তিনি নিজে এগিয়ে গিয়েছিলেন শেষ মাইনটা পুঁততে। পাকিস্তানি স্নাইপারের গুলি তাঁর কপালে লাগল। তিনি পড়ে গেলেন মহানন্দার কাদায়।

তার পকেটে ছিল একটা ছোট্ট ডায়েরি। যেখানে লেখা ছিল,

"যদি আমি না ফিরি, তবে জেনো,
আমি একটা সেতু বানিয়েছি,
যে সেতু দিয়ে আমাদের সন্তানেরা
স্বাধীনতার ওপারে যাবে।"

১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানি আত্মসমর্পণ হল। মহানন্দার তীরে লাল-সবুজ পতাকা উড়ল। কিন্তু সেই পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে রইল পাঁচজনের মধ্যে তিনজনের কবর। লাকি। সুব্রত। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর। রফিক আর মোত্তালিব ফিরল। কিন্তু তারা আর কখনো হাসেনি। যখনই কেউ জিজ্ঞেস করত, "যুদ্ধে কী করেছ? "তারা শুধু বলত, "আমরা সেতু বানিয়েছিলাম। কিছু সেতু ভেঙেছিলাম। আর কিছু সেতু মানুষের হৃদয়ে গড়ে দিয়েছিলাম।" আজও মহানন্দার তীরে গেলে মনে হয়, কুয়াশার ভেতর থেকে একটা মেয়েলি হাসি ভেসে আসে। একজন তরুণ বলে, "সেতু বাঁচল তো?" আর একজন অফিসার ফিসফিস করে বলেন, "আমি ফিরব না। কিন্তু স্বাধীনতা ফিরবে।"

তারা ফিরেছে।
তারা আজও আমাদের মাঝে সেতু হয়ে আছে। ■

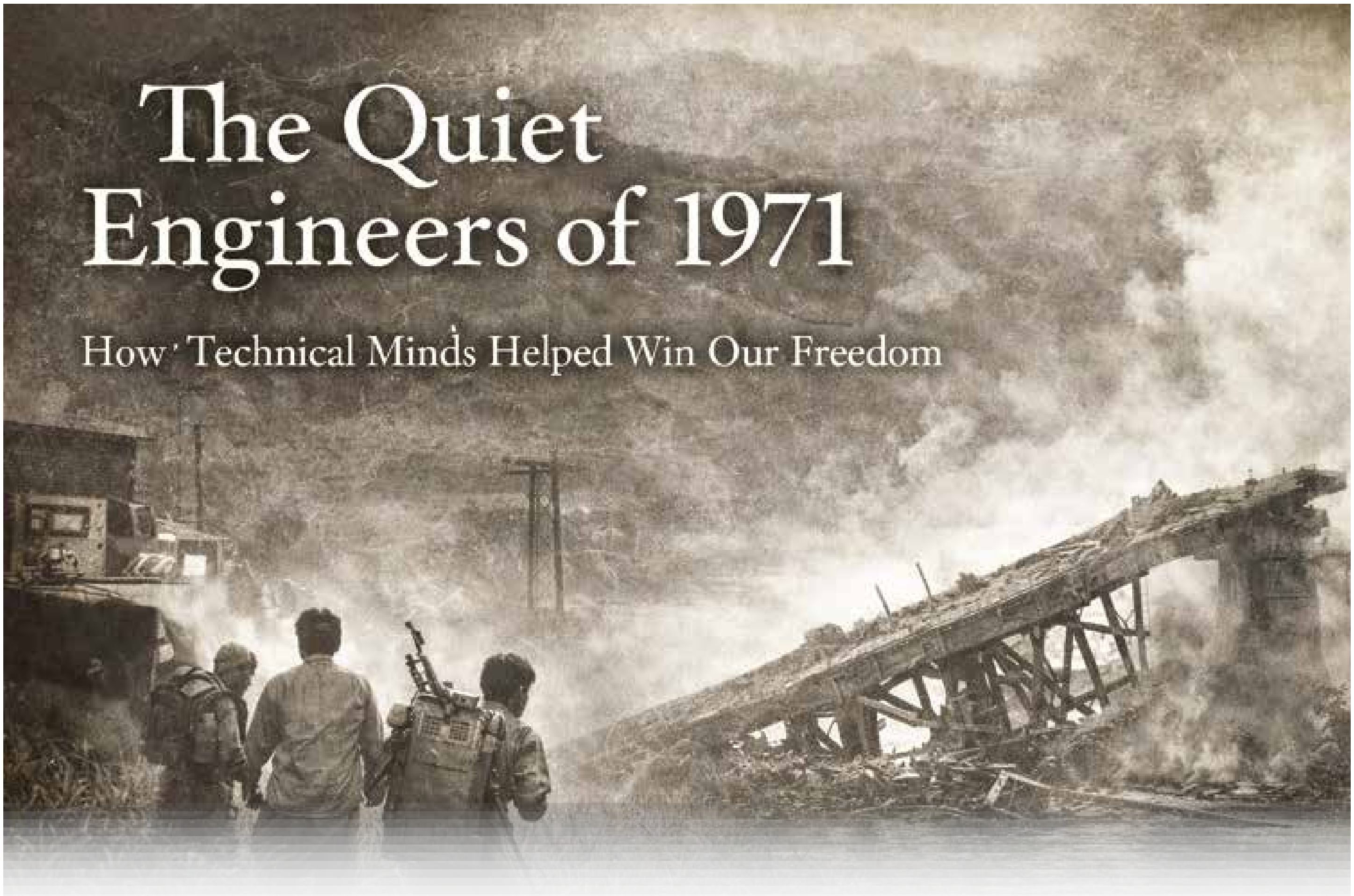

The Quiet Engineers of 1971: How Technical Minds Helped Win Our Freedom

Engr. Md Rajib Hasan, F/14568

Introduction:

The Overlooked Role of Engineers Victory Day is a time when people across Bangladesh pause to remember the brave souls who fought for the nation's freedom in 1971. We think of courage, sacrifices, and the hope that shaped our country. Among these heroes, there is a group whose stories often remain in the background, engineers.

Their work during the war was quiet and most invisible, but it was essential. Engineers built, protected, and sometimes even destroyed, all for the sake of liberation. This article tries, in a humble way, to shine a light on the important, yet largely uncelebrated, contributions made by engineers during the Bangladesh Liberation War.

Clandestine Communications: Building the Voice of Freedom

In times of war, information can mean the difference between hope and despair. When the conflict began, there were very few safe ways for freedom fighters to communicate with each other and with the public. Telecommunication engineers stepped forward, risking their lives to keep the lines of hope open. Their greatest achievement was helping to set up the Swadhin Bangla Betar Kendra, a secret radio station that became the heart of the resistance movement.

These engineers did not have the luxury of proper facilities or safe routes. They carried heavy radio transmitters across borders, often on foot, trudging through rice fields and forests in darkness. They created makeshift studios in hidden villages, quickly moving their equipment whenever enemy troops came close. The broadcasts they enabled were more than simple news updates, they offered songs, poems, and messages that kept the spirit of freedom alive. Without these engineers, the voice of the movement might never have reached the people, and the sense of unity and courage could have faded.

Civil engineers ensured destruction was strategic, not chaotic.

Strategic Sabotage and Preservation: The Delicate Work of Civil Engineers

The war was not fought only with guns and ammunition. Roads, bridges, and culverts—these were the lifelines of the country and became battlegrounds in their own way. Civil engineers found themselves in a tough position. Sometimes they had to destroy what they had once proudly built. But this was not reckless destruction; it was careful and strategic.

In many places, engineers worked closely with resistance fighters to blow up key bridges and culverts, slowing down enemy advances. Their knowledge made sure that the damage was just enough to create obstacles for the invaders, but not so much that it would be impossible to rebuild after the war ended. There were also times when engineers did the opposite, they protected vital structures, hiding them or disguising their importance so that the enemy would not destroy them. The care and restraint shown by these engineers saved lives and valuable resources, making the nation's recovery after the war much easier.

Improvised Armaments: Workshops Turned Factories of Freedom

Weapons were scarce, but the need for them was urgent. Mechanical engineers and engineering students turned ordinary workshops into secret armament factories. Places usually meant for fixing bicycles or agricultural tools became centers for making grenades, mortars, and even simple guns.

Working with limited materials, these engineers used scrap metal, old pipes, and abandoned machinery to create weapons. Many times, they worked in cramped, dimly lit spaces, always fearing discovery by occupying forces. The risks were enormous getting caught could mean certain death. But their determination to help the fighters was stronger than their fear. Their creativity and hard work kept hope alive when things seemed darkest. Even though these efforts were often small and hidden, they made a big difference in the struggle for freedom.

Keeping the Delta Moving: Boat Engine Repairs in the Sundarbans

Bangladesh's rivers and waterways played a crucial role during the war, especially in places like the Sundarbans. Here, marine engineers became essential to resistance. Old boats and launches were used to transport fighters and supplies, but many were in poor condition, with engines that often broke down.

The war was fought not only with guns — but with brains, tools, and engineering.

Marine engineers risked their lives repairing and maintaining these engines. They had to use whatever parts they could scavenge and relied on makeshift tools. Each boat they managed to fix became a lifeline, helping freedom fighters move, regroup, or escape when needed. Without these engineers, many important missions would have failed. Their hands kept the delta alive, making sure that hope and resistance could travel wherever they were needed.

They carried hope across borders — one transmitter at a time.

Protecting and Sabotaging Power: The Dual Role of Electrical Engineers

Electrical engineers had a complicated job during the war. On one hand, they were asked to sabotage electrical infrastructure to disrupt enemy communications and supply lines. On the other hand, they quietly worked to protect key power assets, knowing that the country would need them after liberation.

Engineers built the voice of freedom in secrecy.

In some cases, electrical engineers helped organize blackouts to support guerrilla operations or to stop important sites from falling into enemy hands. In other places, they made sure that power plants and substations were not ruined beyond repair. Their ability to think ahead was remarkable. When the war ended, the resources they saved became the backbone of the country's recovery. These preserved power plants helped light the homes and streets of a newly free Bangladesh.

Legacy and Remembrance: The Enduring Impact of Engineer Heroes

The war eventually ended, but the story of engineers did not. Their quiet bravery set the stage for the rebuilding and development that followed. Many of the roads, bridges, and networks that support Bangladesh today were made possible by the hard work and sacrifices of engineers during those difficult months.

Sadly, these stories are not told as often as they should be. The work of engineers is usually overshadowed by the more visible acts of heroism seen on the front lines. But as we celebrate Victory Day, it is important to remember these silent heroes. We do not need grand gestures, just a moment of humble gratitude. Their courage was not always loud, but it was always steady. Their legacy lives on every bridge that stands, every current that flows, and every message that travels across our land.

Conclusion: A Call to Honor and Remember

As we come together to celebrate Victory Day and reflect on the hard-won freedom of Bangladesh, let us also remember the engineers who served in silence. Their skills, perseverance, and quiet bravery helped lay the foundations for a free nation. They show us that heroism comes in many forms, sometimes it is the steady hand behind the scenes, the mind that solves problems, or the spirit that does not give up, even when things seem impossible.

To the engineers of 1971, we offer our deepest respect. May their stories inspire future generations to serve their country with the same humility and dedication, building a Bangladesh that is strong not only in its structures, but also in its heart. ■

DATA-DRIVEN EMPOWERMENT: WOMEN ENGINEERS CHAPTER TURNS INSIGHTS INTO ACTION

Engr. Dilruba Farzana, F/14312, Engr. Nazifa Anzum, M/45071
Engr. Faria Tasnim, M/45074 and Engr. Nazifa Tasnim, M/45475

Women in engineering have long been reshaping ocieties through skill, resilience, and determination. During World War I, women occupied technical roles in factories and transport; this expanded in World War II, when UK women's engineering employment increased from 17.8% in 1939 to 38.2% in 1943. Although many were pushed out afterwards, they gradually gained access to engineering education, in the US, women's share of engineering degrees increased from under 1% before 1940 to 10% by 1980, and by the mid 2010s UNESCO data showed women at about 27% of engineering graduates globally.

Today, women are not just entering engineering, they are leading it. Worldwide, they earn roughly 20–25% of engineering degrees, account for nearly one in three graduates in many regions, and hold around 20–30% of engineering roles, contributing to civil, environmental, energy, software, AI, and systems engineering with diverse, human centered perspectives. Bangladesh has embraced this transformation as early women engineers graduated from BUET and other institutions, led by trailblazers such as Engr. Khaleda Shahriar Kabir (Dora), the country's first woman civil engineer, alongside pioneers like Engr. Manowara Begum and Engr. Shirin Sultana, whose entry into engineering in the 1960s broke deep rooted social and institutional barriers. Building on their legacy, women engineers in Bangladesh now lead in infrastructure, ICT, power, biomedical and environmental engineering, academia, and research, and have formed powerful professional networks.

Within this landscape, the Women Engineers Chapter of the Institution of Engineers, Bangladesh (WEC IEB) has emerged as a data driven platform that systematically listens to women engineers and transforms their insights into concrete programs, institutional reforms, and leadership opportunities across the country.

The Formation of WEC-IEB (2025)

The Institution of Engineers, Bangladesh (IEB) is one of the country's most prestigious national professional organizations. On 22 March 2025, the Women Engineers Chapter, IEB (WEC-IEB) began its journey, led by the founding Chairman, Vice-Chairman, and Secretary. On 23 June 2025, International Women in Engineering Day, IEB further strengthened this commitment by appointing 8 additional female engineers from diverse disciplines and professional backgrounds.

This vibrant WEC-IEB committee, now comprising 11 women engineer leaders, is working to empower women engineers and promote gender parity in engineering and technology fields in Bangladesh.

Women Engineers Chapter Turns Insights into Action

Women Engineers Chapter (WEC), IEB is emerging as a pioneering, data-driven platform that is systematically listening to women engineers across Bangladesh and turning their voices into concrete initiatives, policy advocacy, and leadership opportunities within the Institution of Engineers, Bangladesh (IEB) and beyond. Through national surveys, seminars, stakeholder consultations, and research activities, WEC is building an evidence base on barriers and aspirations and using that evidence to empower women engineers at every career stage.

A Data-Driven Mandate for Empowerment

From its inception, WEC positioned itself not just as a social forum but as an evidence-based change agent inside IEB.

First National Seminar – A Powerful Beginning (17 May 2025)

As the first step of its journey, WEC-IEB organized its inaugural seminar to foster professional connections, support systems, and networking among women in engineering and technology, while providing career and leadership guidance through mentorship. Titled 'Empowering Women Engineers: Overcoming Barriers and Shaping the Future of Bangladesh,' the seminar was held on 17 May 2025 at the IEB Council Hall, Ramna, Dhaka on the occasion of Engineers Day 2025. During its first national seminar, WEC launched a nationwide online survey to capture women engineers' real experiences on optimism, workplace respect, harassment, career barriers, and support needs. The survey engaged more than 200 female engineers, spanning students to senior professionals across at least eight engineering disciplines and all major employment sectors in Bangladesh. It covered perceived discrimination, leadership representation, preferred support mechanisms, and priority policy issues such as childcare, legal support, and flexible work arrangements, creating a rich dataset to guide future programming.

Listening to Women Engineers Across Bangladesh

According to the survey response, around 77% felt very or somewhat optimistic about the future of

women in engineering, while about 62% reported feeling respected in their workplaces always or most of the time. Nearly 4 in 10 respondents report experiencing gender-based bias, and half believe women are not equally represented in leadership or are unsure, while limited networking, gender bias, family responsibilities, and lack of mentorship emerge as the most frequently cited barriers to career growth. When asked what would help them most, respondents overwhelmingly called for networking opportunities, mentorship and career guidance, technical training and certifications, and structured leadership development.

The survey gives WEC-IEB a very clear mandate, about 96% of respondents support WEC's advocacy on childcare and maternity benefits, around 91% want legal awareness and support on workplace harassment and rights, and roughly 94% urge WEC to focus on underrepresented groups such as rural, disabled, and minority women engineers. Almost all respondents also call for collaboration with international organizations to create global exposure and exchange opportunities.

Turning Insights into Priority Action Areas

Based on the survey findings and subsequent stakeholder consultations, WEC-IEB has identified the following four priority areas of work:

1. Mentorship, networking, and leadership pathways
2. Work–life balance and childcare support
3. Capacity building in technical and soft skills
4. Prevention of gender-based violence and workplace harassment.

WEC-IEB is now translating these four priority areas into concrete actions through ongoing initiatives and planned programs that directly respond to the survey findings and stakeholder feedback.

1. Mentorship, Networking, and Leadership Pathways

WEC-IEB has created multiple platforms for connection and visibility including an official WhatsApp group of around 400 women engineers that is growing steadily. On the occasion of National Engineering Day on 7 May 2025, WEC-IEB launched its online engagement platforms, Facebook and LinkedIn to enhance networking, peer support, job sharing, and mentoring at scale.

International Women Engineers Day 2025 Celebration (23 June 2025)

The WEC-IEB celebrated International Women in Engineering Day 2025 with a vibrant rally, impactful discussions, and strong commitments toward creating a more inclusive engineering community.

Women Engineers' Engagement and Support Platforms

To increase the number of women members in IEB, WEC is actively organizing dedicated membership drives, support booths, and one-to-one guidance for new and existing members.

Research, Knowledge Creation, and Visibility

WEC is not only supporting practitioners but also positioning women engineers as knowledge creators in frontier areas. Members of WEC have taken active roles in divisional activities such as organizing the Annual Paper Meet of the Electrical Engineering Division and contributing to committees like the Engineers Welfare Fund and various symposiums ensuring women's perspectives shape mainstream IEB agendas.

Technical Leadership at 6th International Mechanical Engineering Conference & 18th Annual Paper Meet of Mechanical Engineering Division, IEB 28-29 November 2025

Members from WEC-IEB committee, presented 2 research papers titled "Upscaling of Waste-to-Energy Technology from Emergency Setting to Urban Governance Context in Bangladesh." and "Numerical Approach over the Effectiveness of Unconventional Shaped Aileron for Drag Reduction" at the 6th International Mechanical Engineering Conference & 18th Annual Paper Meet of Mechanical Engineering Division 2025.

Research Leadership at the 6th Annual Paper Meet (APM), IEB, 13-14 December 2025

WEC-IEB committee members have conducted research and presented the paper on 'From Hazards to Circular Economy: Engineers' Views and Perceived Roles in E-Waste Management in Bangladesh' at the 6th Annual Paper Meet organized by Electrical Engineering Division, IEB and received a Best Presenter award of the session. WEC leaders have served as session chairs and organizing committee members, signaling growing recognition of women engineers' technical and academic leadership. Going forward, WEC-IEB plans to formalize mentoring circles that connect students, early-career, mid-career, and senior engineers; create structured leadership pipelines for women within IEB divisions and committees; and organize regular networking forums to strengthen women's representation in decision-making spaces.

2. Work–Life Balance and Childcare Support

In response to strong demand for support with family responsibilities, WEC-IEB has launched a nationwide childcare support campaign through a joint committee comprising IEB leaders and WEC members. This committee is establishing a dedicated Childcare Corner at IEB Headquarters to support engineers, especially mothers so they can attend meetings, trainings, and events without compromising their children's care and safety.

The initiative was complemented by open discussions at events such as International Women in Engineering Day, where IEB leaders publicly recognized childcare as a critical barrier to women's career continuity. The committee is also working to design and roll out a nationwide awareness program on the importance of childcare for working professionals.

To support work-life balance in a holistic way, WEC-IEB also investing in women engineers' personal well-being and future-readiness. In this spirit, the chapter has organized a session on "Mindful Living: Yoga and Healthy Lifestyle for Women Engineers" to promote mental health, stress management, and resilience.

In the coming days, WEC-IEB plans to conduct a feasibility study for setting up a full-fledged daycare center at IEB Headquarters and to advocate broader family-friendly policies including flexible and remote work options where possible, and stronger childcare and maternity-support provisions across engineering organizations using policy dialogues and stakeholder consultations to promote better work-life balance for women engineers.

3. Capacity Building in Technical and Soft Skills

To address survey findings that highlighted gaps in mentorship, skills, and access to resources, WEC-IEB has launched several capacity-building initiatives. These include the webinar on "Fundamentals of Data Science," and a focused training and seminar on "Empowering Young Engineers: Soft Skills and Career Development" to strengthen communication, teamwork, professionalism, and leadership readiness among early-career professionals. The chapter has also advocated reduced registration fees for women in various trainings to ease access to technical learning opportunities.

Looking ahead, WEC-IEB plans to roll out a structured training calendar combining advanced technical topics, communication, digital, and soft skills, co-create programs with universities and industry partners, and explore certification-linked courses that directly respond to women engineers' requests for technical training, leadership development, and industry-academia networking.

4. Prevention of Gender-Based Violence and Workplace Harassment

Survey respondents strongly endorsed legal awareness, safe grievance mechanisms, and institutionally backed protection from harassment and discrimination, and WEC-IEB has begun translating this into action. During International Women in Engineering Day 2025, IEB leaders announced the plan to form an Anti-Harassment Committee, and WEC-IEB has been actively following up to ensure this commitment moves toward implementation.

The chapter is also engaging with IEB leadership and external experts to prepare seminars and campaigns on gender-based violence, workplace dignity, and codes of conduct, building on the clear mandate from 144 survey respondents who want legal awareness and support on workplace harassment and rights.

In the next phase, WEC-IEB plans to organize national seminars and workshops on harassment prevention and GBV, facilitate legal literacy sessions with judiciary and law-enforcement professionals, and advocate for safe, gender-sensitive workplace policies across engineering organizations, including the establishment of accessible complaint and counselling channels for women engineers.

Conclusion

Data has given women engineers in Bangladesh a collective voice and WEC-IEB a clear roadmap for action. By grounding its work in survey findings and stakeholder consultations, and by advancing initiatives on mentorship, childcare, capacity building, and safe workplaces, the chapter is helping to ensure that women engineers are not just entering the profession, but shaping its future as recognized leaders, researchers, and decision-makers in Bangladesh's engineering ecosystem. ■

Look Back, Look Forward: Engineering a New Bangladesh

Prof. Dr. Engr. M. M. Shahidul Hassan, F/02956

The recent student-led movement has rekindled a long-dormant sense of hope, hope that Bangladesh may finally move closer to the aspirations we embraced after the 1971 Liberation War, a prosperous economy and a just, welfare-oriented society. As students of that era, we once imagined a future filled with promise. More than five decades later, those aspirations remain only partially fulfilled. Yet the possibility of rebuilding, of truly shaping the nation we dreamed of, still stands before us. And in this rebuilding, engineers will play an indispensable role, especially in today's unpredictable and fast-changing era of the Fourth Industrial Revolution (4IR).

Over the past 54 years, higher education, especially engineering education, has drifted away from global currents, failing to keep pace with the technological forces transforming the world. Today's landscape, marked by rapid innovation and intense global competition, demands more than incremental improvement. Bangladesh cannot afford to fall further behind. The task ahead is urgent: to build a workforce that is both economically productive and socially responsible, engineers who can imagine, innovate, and lead.

Universities, therefore, must transcend their traditional, inward-looking functions and respond to the transformative responsibilities the nation now expects of them. In the age of 4IR, engineers are shaping economies more decisively than at any other time in human history. Bangladesh must seize this moment by redefining and reinvigorating engineering education.

Why are engineers so central to economic growth and national welfare in the 21st century? The answer lies in the kind of world we now inhabit. Unlike earlier industrial revolutions driven by steam, electricity, or early automation, the 4IR blends the digital, physical, and biological worlds into a deeply interconnected system. Built on the foundations of the digital revolution, 4IR ushers in

unprecedented levels of automation, intelligence, and integration, reshaping industries, business models, services, and everyday life.

Smart manufacturing, powered by robotics, data analytics, Internet of Things (IoT), and Artificial Intelligence (AI), is redrawing the industrial landscape. Here, IoT serves as the "eyes and ears," gathering and transmitting information, while AI acts as the "brain," analyzing data and directing decisions. Together, they create industries that are smarter, safer, and far more efficient.

The disruptions are visible everywhere, transportation, finance, healthcare, biotechnology. From autonomous vehicles to predictive analytics, from CRISPR-driven breakthroughs to precision agriculture, new technologies are transforming how we produce, move, heal, and live. Agriculture itself is changing through precise irrigation, automated systems, and biotechnology that improve yields while reducing the use of land and water.

The e-commerce sector too has been revolutionized. AI, big data, automation, and advanced logistics have made online shopping seamless and personalized, secure digital payments, predictive recommendations, rapid delivery. For businesses, 4IR has opened pathways to greater efficiency, deeper consumer insight, and global scale. Where there is technology, engineers are there. However, modern systems are complex and unpredictable. Yet today's technological systems are not just complex; they are dynamic, unpredictable, and interconnected. Preparing engineers to navigate such complexity requires moving beyond the old reductionist mindset. Modern engineering education must embrace ambiguity, integration, and systems thinking. This is why the concept of the T-shaped engineer has become central worldwide. The vertical bar of the "T" symbolizes deep expertise in a core discipline. The horizontal bar represents the ability to collaborate across fields, communicate effectively, solve complex problems, think creatively, act ethically, and adapt continuously.

In this context, technical expertise alone is no longer enough. Adaptive skills, "the skills for learning new skills", are what enable engineers to evolve in a world defined by constant change. Critical thinking, creativity, resilience, empathy, emotional intelligence, entrepreneurial mindset, and lifelong learning are no longer optional, they are essential. Traditionally, education emphasized hard skills (technical, domain-specific knowledge) and soft skills (communication, teamwork, leadership). Both remain important, but they are no longer sufficient. With technology evolving at an unprecedented pace, engineers cannot rely solely on what they already know. Adaptive skills allow individuals to pivot to new tools, technologies, and processes without fear of obsolescence.

Bangladeshi engineers have already demonstrated excellence on the global stage. But without urgent reforms, we risk losing ground. Our engineering institutions must go beyond producing technically competent graduates; they must nurture innovators, researchers, and ethical leaders capable of

imagining and building a sustainable, equitable future. The way forward is clear. Bangladesh must reimagine engineering education, moving beyond rote learning, beyond the chalkboard, and beyond narrow specialization. We need a new generation of adaptive, ethical engineers ready to shape the future we aspire to.

Universities hold the key. They must equip graduates with disciplinary depth, interdisciplinary understanding, and adaptive skills such as emotional intelligence, creativity, problem-solving, empathy, and resilience. Traditional "chalk & talk" lectures cannot develop these competencies. Instead, educators should adopt modern pedagogical approaches, Flipped Classrooms, Problem-Based Learning, and Experiential Learning, that cultivate the agility required in an evolving economy.

As Bangladesh stands at the crossroads of change, the choice before us is clear. We can cling to old models of teaching and learning, or we can embrace the future with courage and imagination. If we truly wish to build a prosperous, just, and resilient nation, we must commit, right now, to creating engineers who are adaptive, ethical, and capable of shaping the technologies that will define our future. The Fourth Industrial Revolution will not wait for us. It is time for our universities, policymakers, and society to look back with honesty, look forward with purpose, and set Bangladesh on the path to producing the 4IR-ready engineers our future demands. ■

জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ: বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের অপরিহার্য ভিত্তি

প্রকৌশলী মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, এম/৪৪৪২৯

ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমরা এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন না করতে পারলেও ব্যক্তিগতভাবে এক ইউনিট বা তারও বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে পারি। এক ইউনিট বিদ্যুৎ সাশ্রয় মানে প্রায় দুই অথবা দুই এর অধিক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সমতুল্য সুবিধা। জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বা জ্বালানি সাশ্রয় মূলত দুইভাবে অর্জন করা সম্ভব-এক, মানুষের আচরণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দুই, আধুনিক ও দক্ষ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে। বর্তমান বৈশ্বিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল ও কয়লার মতোই জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ "ভার্চুয়াল ফুয়েল" হিসেবে বিবেচনা করার সময় এসেছে। বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের কাতারে নিতে হলে দেশে শক্তিশালী ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। তবে এই শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে জ্বালানির চাহিদা যে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে, তা নিশ্চিত। ফলে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। অনবায়নযোগ্য জীবাশ্ম জ্বালানির মজুত সীমিত, এটি স্বাভাবিক। কিন্তু বিদ্যমান সম্পদের দক্ষ, দায়িত্বশীল ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা আমাদের সবার দায়িত্ব। এই প্রেক্ষাপটে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ কেবল একটি প্রযুক্তিগত বিষয় নয় বরং এটি একটি কৌশলগত জাতীয় অগ্রাধিকার।

২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০৩০ সালের মধ্যে জিডিপি প্রতি প্রাথমিক জ্বালানি ব্যবহার ২০ শতাংশ হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনে সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। জ্বালানির যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্পখাতসহ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহে উল্লেখযোগ্য জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়ন ও সাশ্রয় সম্ভব। সরকারি অফিস-আদালতসমূহেও বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC) এবং বিল্ডিং এনার্জি এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট রেটিং (BEEER) নির্দেশিকা অনুযায়ী ভবন নকশা ও নির্মাণ করলে ভবনসমূহ স্বভাবতই জ্বালানি দক্ষ হয়ে উঠবে। একইভাবে, জ্বালানি দক্ষতার লেবেলিং প্রবিধান অনুসারে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে লেবেল সংযুক্ত থাকলে ভোক্তারা সহজেই জ্বালানি সাশ্রয়ী পণ্য শনাক্ত করতে পারবেন এবং তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। যেহেতু জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতির প্রাথমিক মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি, সেহেতু এসব পণ্য ক্রয়ে গ্রাহক ও শিল্পমালিকদের জন্য ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমে আর্থিক প্রণোদনা ও সহায়তা নিশ্চিত করতে সরকারের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

জ্বালানি সাশ্রয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে বয়সভিত্তিক ও খাতভিত্তিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত। একটি জ্বালানি-সচেতন দেশ গড়ে তুলতে শিশু ও কিশোরদের মধ্যে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা সবচেয়ে

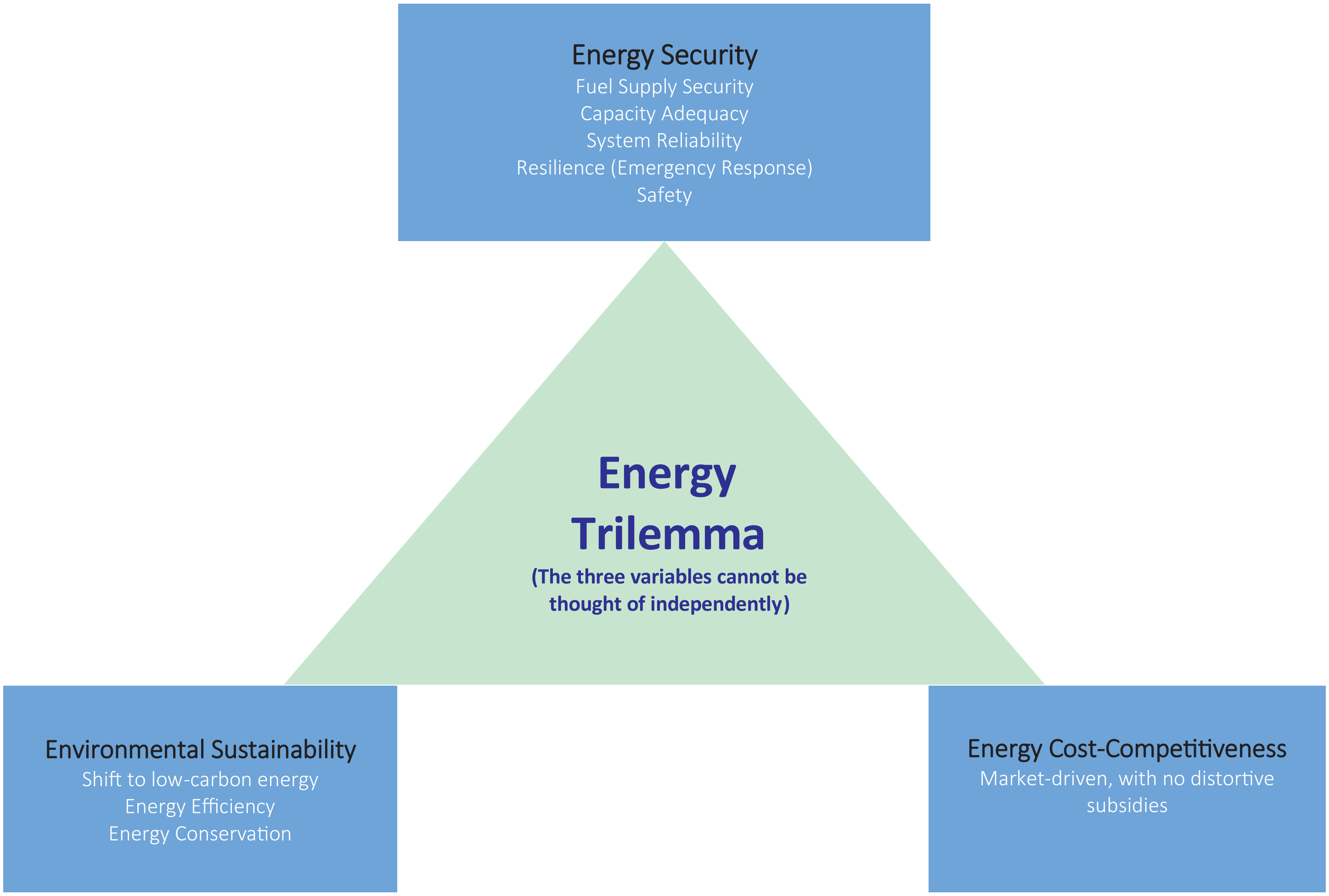

কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ। শিল্পখাত দেশের মোট প্রাথমিক জ্বালানির প্রায় ৫০ শতাংশ ব্যবহার করে। ফলে এই খাতে জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সরকার ইতোমধ্যে ডেজিগনেটেড কনজিউমার (বিদ্যুৎ ও জ্বালানির বৃহৎ ব্যবহারকারী) হিসেবে চিহ্নিত শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহে এনার্জি ম্যানেজার নিয়োগ এবং নিয়মিত এনার্জি অডিট বাধ্যতামূলক করেছে। এর মাধ্যমে জ্বালানির অদক্ষ ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ শনাক্ত করে কার্যকর ও সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

খাতভিত্তিক জ্বালানি ব্যবহারের বেঞ্চমার্ক নির্ধারণ, সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা স্থিরকরণ এবং নিয়মিত মনিটরিংয়ের মাধ্যমে শিল্পখাতে আনুমানিক ২০ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত জ্বালানি সাশ্রয় অর্জন সম্ভব। এর ফলে একদিকে যেমন জ্বালানি আমদানি ব্যয় হ্রাস পায়, অন্যদিকে কার্বন নিঃসরণ কমে এবং উৎপাদন খরচ হ্রাসের মাধ্যমে শিল্পখাতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

সম্প্রতি ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইকোনমিকস অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিস (IEEFA)-এর এক গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, দেশে বার্ষিক গড় জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির হার প্রায় ১.৫২ শতাংশ। এই ধারা অব্যাহত থাকলে নির্ধারিত সময়ের এক বছর আগেই ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন এবং এনার্জি ট্রাইলেমার যথাযথ ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি টেকসই, পরিবেশবান্ধব ও জ্বালানি-নিরাপদ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। সরকারি ও বেসরকারি- সব অংশীজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই এই রূপান্তরের মূল চাবিকাঠি। ■

লেখক: মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন
সহকারী পরিচালক
টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)

Where Does Digital Independence Begin? The Answer Lies at the Edge

Engr. Md Ariful Huq, F/13534

Bangladesh's digital transformation is no longer a future aspiration, it is an unfolding reality. Expanded broadband access, multiple submarine cable systems, and the rapid growth of digital services have positioned the country as a connected nation. Yet digital connectivity alone does not guarantee digital independence. The decisive question now confronting policymakers is clear: Where is national data processed, who controls it, and under whose legal jurisdiction does it reside?

In this context, edge data centres have emerged as the centre point of Bangladesh's digital independence and data sovereignty agenda. Recent global trends reinforce the urgency of this shift. According to TeleGeography's report "International Bandwidth Demand Surpasses 6.4 Pbps" (12 May 2025), global international bandwidth demand grew by 29 percent in 2024 and has now stabilized at around 32 percent annually, down from a pandemic-driven peak of 45 percent in 2020. This growth trajectory is expected to continue over the coming years, driven primarily by cloud services, video, AI, and content delivery networks (CDNs). Applying this global growth benchmark to Bangladesh, international bandwidth demand is projected to reach approximately 14,810 Gbps (14.81 Tbps) by 2027. From a capacity perspective, Bangladesh is well positioned to meet this demand. The submarine cable systems operated by Bangladesh Submarine Cables PLC, SEA-ME-WE 4, SEA-ME-WE 5, and the under-construction SEA-ME-WE 6, together provide sufficient international connectivity. The planned fourth submarine cable will further ensure long-term capacity expansion and network redundancy.

However, the core challenge facing Bangladesh today is not capacity, it is structural dependency.
At present, nearly 70 percent of Bangladesh's international bandwidth consumption, around 5,000 Gbps, flows through global CDNs such as Google, Facebook, and Akamai, most of which are served

from edge data centres located in neighbouring countries, primarily India. This dependency results in an estimated monthly outflow of around BDT 600 million, or approximately BDT 7 billion annually, paid to offshore infrastructure providers.

This model raises three critical concerns, economic leakage, performance inefficiency, and sovereignty risk. At the same time, Bangladesh is part of a digitally expanding global population. According to a Visual Capitalist ranking of the top 20 countries by total internet users in 2025, Bangladesh ranks 14th globally with about 82.8 million internet users, ahead of Germany and Turkey despite infrastructure challenges. China and India lead with 1.3 billion and 1.02 billion users respectively. Together, these two Asian giants account for more internet users than the rest of the top 20 combined. Globally, about 74 % of the world's population, or 6 billion people, are online in 2025. Visual Capitalist.

This context, rapid global digital adoption and Bangladesh's position as a top-ranked internet population, adds weight to the case for domestic edge infrastructure. A significant national user base demands faster, locally delivered content and services rather than connections bouncing offshore.

Edge data centres within Bangladesh offer a clear strategic alternative. By localising CDN infrastructure and content caching, the country can significantly reduce imported bandwidth requirements, retain foreign exchange, and improve service quality through lower latency. More importantly, local edge infrastructure strengthens digital sovereignty by ensuring that data serving Bangladeshi users is processed within national jurisdiction. In the short term, a substantial portion of CDN demand can be served using existing international capacity via SEA-ME-WE 4 and SEA-ME-WE 5. In the medium to long term, SEA-ME-WE 6 and the planned fourth submarine cable position Bangladesh to evolve beyond self-sufficiency and emerge as a regional edge data centre and content hub.

It must be emphasized that edge data centres are not a substitute for global connectivity or hyperscale

cloud infrastructure. Rather, they are a complementary sovereign layer within a tiered digital architecture, where submarine cables provide global reach, national data centres deliver scale, and edge facilities enable low-latency, jurisdictionally controlled processing. This architecture reflects global best practices adopted by digitally sovereign economies. From a national security standpoint, distributed edge infrastructure enhances resilience by reducing single points of failure and limiting exposure to cross-border disruptions, whether caused by cyber incidents, cable faults, or geopolitical uncertainty.

Critical digital services, government platforms, financial systems, healthcare applications, can continue operating even during international disruptions. The economic implications are equally compelling. Edge data centres enable domestic CDNs, support local cloud and SaaS ecosystems, foster startup innovation, and reduce long-term dependence on offshore hosting. By retaining data-driven value creation within the country, Bangladesh strengthens both its digital economy and its strategic autonomy.

Yet infrastructure alone will not deliver these outcomes. Clear and decisive policy action is essential. Priority areas include:

- Rapid approval and implementation of a national edge data centre policy
- Targeted and regulated incentives for global CDNs and hyperscalers to deploy locally
- Formal recognition of submarine cable infrastructure as a strategic national asset
- Explicit inclusion of digital independence and data sovereignty as core pillars of national digital policy.

Bangladesh has already demonstrated foresight by maintaining state oversight of international connectivity and submarine cable landing stations. The logical next step is to extend this trust-based governance framework inward—towards where data is actually consumed and processed.

Ultimately, the defining question for Bangladesh's digital future is no longer how fast data can cross borders, but how securely, efficiently, and sovereignly it can be handled within them. With coordinated policy decisions linking international bandwidth, submarine cable assets, and edge data centres, Bangladesh can transition from an import-dependent digital consumer to a regional hub for connectivity, content, and digital services.

That transformation begins at the edge.

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ এ প্রকাশের জন্য
প্রযুক্তি প্রকৌশল বিষয়ক যেকোনো লেখা
iebnews48@gmail.com
ই-মেইলে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান
সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ সম্পাদনা পর্ষদ
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি

Inception Report and Methodological Framework for the Application of the WAMED Model in Dhaka City: An Integrated Ecological–Economic Evaluation of Solid Waste Management Systems

Engr. Md. Aktaruzzaman Hasan, F/12250

Abstract: This study presents the inception and methodological framework for applying the Waste Management's Efficient Decision (WAMED) model [1–3] to the municipal solid waste management system in Dhaka City, Bangladesh. The research aims to evaluate the ecological–economic efficiency (ECO-EE) of existing and proposed waste management practices through an integrated approach that combines financial, environmental, and health dimensions. The methodology incorporates cost–benefit analysis, full-cost accounting, and environmental externality valuation [4–6] to quantify trade-offs between economic expenditures and ecological impacts. Key analytical parameters include the time horizon, discount rate, social cost of carbon, and the value of statistical life, enabling a holistic performance appraisal of different system configurations. A comprehensive data inventory framework has been developed to collect variables related to waste generation by ward, treatment costs, environmental emissions, and health outcomes, supported by a robust QA/QC protocol. The study aims to establish a transparent, evidence-based decision-support mechanism to guide policymakers in identifying sustainable and cost-effective waste management strategies for Dhaka. By integrating environmental and economic dimensions, the WAMED model provides a replicable framework for developing nations seeking sustainable urban waste governance [7–10].

Keywords
WAMED model, ecological–economic efficiency, solid waste management, Dhaka City, environmental valuation, sustainability assessment

1. Introduction

Urban solid waste management (SWM) in developing countries like Bangladesh represents one of the most persistent sustainability challenges [5,6]. Dhaka, the capital city, generates thousands of tonnes of municipal solid waste daily, with inadequate infrastructure for proper segregation, treatment, and disposal [8,9]. Traditional approaches to SWM have primarily emphasized logistical and engineering solutions while underrepresenting the associated environmental and health externalities. The Waste Management's Efficient Decision (WAMED) model offers an innovative analytical framework for integrating ecological, economic, and social dimensions within waste management decision-making [1,3]. This paper outlines the inception framework and methodological approach for applying the WAMED model in Dhaka, aiming to quantify and optimize the ecological–economic efficiency (ECO-EE) of existing and alternative waste management systems.

2. Methodological Framework

The methodological framework for this study is grounded in cost, benefit analysis (CBA), full-cost accounting (FCA), and externality valuation [2,4]. The WAMED model evaluates the relative ecological–economic efficiency (ECO-EE) of waste management options through a ratio that integrates financial, environmental, and health-related costs and benefits [1, 3]. ECO-EE = (B_env + B_health + B_resource - C_external) / C_financial Where: B_env denotes environmental benefits, B_health represents avoided health costs, B_resource indicates resource recovery value, C_external represents residual externalities, and C_financial includes total financial expenditures. An ECO-EE value greater than one signifies that cumulative ecological and economic benefits exceed costs, implying sustainability and efficiency.

3. Data Inventory Framework

A comprehensive data inventory underpins the model's analytical validity [7,8]. The dataset includes quantitative and qualitative parameters across waste generation, cost structures, environmental indicators, and health outcomes.

Domain, Key Variables, Primary Sources, Waste Generation, Ward-level waste volume, composition, moisture, density, DNCC/DSCC; field surveys, Costs, Collection, transport, treatment, disposal, O&M, capital costs, City Corporation financial records; LGED, Environmental Indicators, Air pollutants, leachate, GHG emissions, water quality DoE; laboratory analyses, Health Outcomes,

Disease incidence, hospitalization, morbidity cost DGHS; Health Department, Operational Assets, Fleet size, facility capacity, downtime, energy consumption, Municipal operations data.

4. Expected Outcomes and Significance

The expected outcomes of this research include an operational framework for assessing the ecological–economic efficiency of Dhaka's solid waste management system [1,7], a calibrated valuation model for environmental and health externalities [2,4], and a set of decision-support indicators for policymakers. The findings will contribute to evidence-based planning, prioritization of sustainable waste management technologies, and replication of the WAMED model in other urban contexts [9,10].

5. Conclusion

The inception and methodological framework presented herein establish the foundation for an integrated assessment of solid waste management systems in Dhaka using the WAMED model [1,3]. Through its ecological–economic approach, the model aligns waste policy with broader sustainability goals, offering practical pathways for developing resilient urban waste systems in Bangladesh and beyond [8,9].

Acknowledgements

The author gratefully acknowledges the academic and institutional support provided by Monash University Malaysia and the Local Government Engineering Department, Bangladesh.

References

[1] Moutavtchi, V., Stenis, J., & Hogland, W. (2008). Solid Waste Management and Application of the WAMED Model. Environmental Engineering and Management Journal, 7(5), 647–654.

[2] Stenis, J., & Hogland, W. (2011). The COSTBUSTER Model: Economic-Environmental Evaluation of Solid Waste Management Systems. Waste Management & Research, 29(3), 237–246.

[3] Moutavtchi, V., Stenis, J., Hogland, W., & Shepeleva, A. (2010). Solid Waste Management: Application of the WAMED Model. In Environmental Engineering and Management (pp. 177–194). CRC Press, Taylor & Francis Group.

[4] Troschinetz, A. M., & Mihelcic, J. R. (2009). Sustainable Recycling of Municipal Solid Waste in Developing Countries. Waste Management, 29(2), 915–923.

[5] Wilson, D. C., Velis, C., & Cheeseman, C. (2006). Role of Informal Sector Recycling in Waste Management in Developing Countries. Habitat International, 30(4), 797–808.

[6] Ferronato, N., & Torretta, V. (2019). Waste Mismanagement in Developing Countries: A Review of Global Issues. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(6), 1060.

[7] Hoornweg, D., & Bhada-Tata, P. (2012). What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management. Urban Development Series, World Bank.

[8] Rahman, M., Alam, M., & Khan, M. (2017). Municipal Solid Waste Management in Dhaka: Current Status and Sustainability Challenges. Journal of Environmental Management, 204, 210–217.

[9] Biswas, A. K., Farzana, N., & Islam, M. (2021). Sustainable Waste Management Practices in Bangladesh: Challenges and Opportunities. Environmental Challenges, 5, 100236.

[10] United Nations Environment Programme (UNEP). (2020). Global Waste Management Outlook – 2020 Update. United Nations Publications. ■

উন্নত জগৎ গঠন করুন
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন
THE INSTITUTION OF ENGINEERS, BANGLADESH
ESTD
1948
বাংলাদেশ
স্থাপিত ১৯৪৮ সাল
আইইবি
বার্তা

আইইবি সদর দফতর

A Memorandum of Understanding (MoU) has been signed between The Institution of Engineers, Bangladesh (IEB) and The Nepal Engineering Council (NEC)

An exchange of views meeting between The Institution of Engineers, Bangladesh (IEB) and Nepal Engineering Council (NEC) was held on the evening of 09 December 2025 at IEB Headquarters, Ramna, Dhaka, Shaheed Prokaushali Conference Hall. At the exchange of views meeting, a Memorandum of Understanding (MoU) was signed between The Institution of Engineers, Bangladesh (IEB) and Nepal Engineering Council (NEC).

The following dignitaries were present at the event, Engr. Mohammad Reazul Islam (Rezu) President , IEB, Engr. Khan Manjur Morshed, Vice-President (Academic & International), IEB, Engr. A. T. M. Tanbir-ul Hasan (Tamal), Vice-President (Administration & Finance), IEB, Engr. Shaikh Al Amin, Vice-President (Human Resources Development), IEB, Engr. Niaz Uddin Bhuiyan, Vice-President (Services & Welfare), IEB, Prof. Dr. Engr. Md. Sabbir Mostafa Khan Honorary General Secretary, IEB, Engr. Mohammad Mahbub Alam, Honorary Asstt. General Secretary, (Academic & International), IEB, Engr. Muhammad Ahsanul Rasel, Honorary Asstt. General Secretary, (Administration & Finance), IEB, Engr. Md. Noor Amin, Honorary Asstt. General Secretary, (Human Resources Development), IEB, Engr. Sabbir Ahmed Osmani, Honorary Asstt. General Secretary, (Services & Welfare), IEB, Engr. Md. Al-Amin Rasel, SDE, BPDB, Prof. Dr. Md. Serajul Islam, Professor, Department of Civil & Environmental Engineering North South University, Engr. Md. Shahedul Azim PMP, Director, BPDB & Secretary General, BWPEA, Prof. Dr. Padma Bahadur Shahi, Chairman, NEC Nepal, Engr. Dhruba Raj Bhattarai, Registrar, NEC Nepal, Dr. Engr. Lekha Nath Pandey, Board Member, NEC, Nepal, Dev Raj joshi, Board Member, NEC, Nepal, Dr. Engr. Rammani Adhikari, Board Member, NEC, Nepal, Assoc. Prof. Engr. Rajan Lama, Board Member, NEC, Nepal.

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস-২০২৫ পালন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর উদ্যোগে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি. সকালে রায়েরবাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধে এবং ঢাকার মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে আইইবি'র নেতৃবৃন্দ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী শাহীন হাওলাদার, চেয়ারম্যান, কম্পিউটারকৌশল বিভাগ, আইইবি সহ কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীবৃন্দ। বীর সন্তানদের শ্রদ্ধায় নীরবতা পালন ও আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া করা হয়। শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বাদ মাগরিব আইইবি মসজিদে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মহান বিজয় দিবস-২০২৫ উদযাপন

১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি. মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)-এর নেতৃত্বে সকালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) প্রাঙ্গণে জাতীয় প্রতাকা উত্তোলন করা হয় এবং জাতীয় স্মৃতিসৌধে আইইবি'র নেতৃবৃন্দ ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এই সময় উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান, (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন প্রফেশনাল এন্ড এসডব্লিউ), ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র সহ প্রকৌশল বিভাগসমূহ, প্রকৌশল চ্যাপ্টারদ্বয়, কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীবৃন্দ।

মহান বিজয় দিবস-২০২৫খ্রি. উপলক্ষে দোয়া মাহফিল

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর উদ্যোগে শহীদ প্রকৌশলীসহ সকল শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি ও দ্রুত সুস্থতা কামনায় ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫খ্রি. শান্তিনগর ঢাকায়, মাদ্রাসা ও এতিমখানা বাদ এশা দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

উক্ত দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি। দোয়া মাহফিলে শহীদ প্রকৌশলীসহ সকল শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি ও দ্রুত সুস্থতা কামনায় দোয়া করা হয়।

আইইবি'র Honorary Member, বাংলাদেশের সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপি'র চেয়ারপার্সন সর্বজন শ্রদ্ধেয়া বেগম খালেদা জিয়া'র আত্মার মাগফিরাত কামনায় কোরআন খতম ও শোক বইতে স্বাক্ষর গ্রহণ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর উদ্যোগে আইইবি'র Honorary Member, বাংলাদেশের সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপি'র চেয়ারপার্সন সর্বজন শ্রদ্ধেয়া বেগম খালেদা জিয়া ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫খ্রি. সকাল ০৬ :০০ টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনায় ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫খ্রি. থেকে ০২ জানুয়ারি ২০২৬খ্রি. পর্যন্ত (৪ দিনব্যাপী) পবিত্র কোরআন খতম করা হয়। ৩০ ডিসেম্বর আইইবি সদর দফতর, কেন্দ্র, উপকেন্দ্র ও ওভারসিজ চ্যাপ্টারে জাতীয় ও আইইবি পতাকা অর্ধনমিত রাখা এবং কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। প্রকৌশলীদের কালো ব্যাজ ধারণ এবং শোক বইতে স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়।

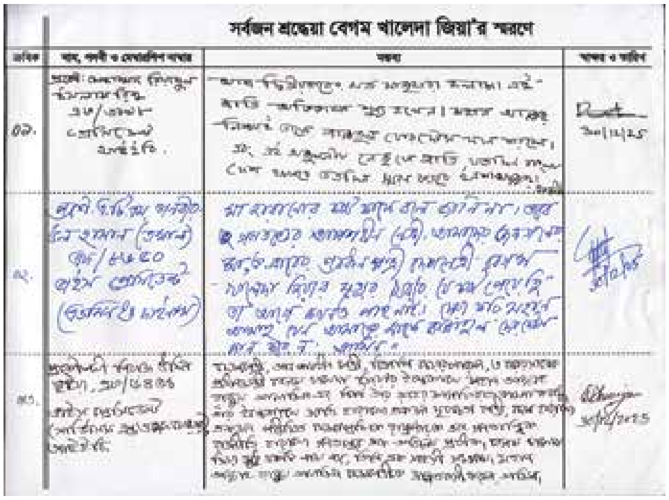

আইইবি'র Honorary Member, বাংলাদেশের সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপি'র চেয়ারপার্সন সর্বজন শ্রদ্ধেয়া বেগম খালেদা জিয়া'র আত্মার মাগফিরাত কামনায় শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর উদ্যোগে আইইবি'র Honorary Member, বাংলাদেশের সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপি'র চেয়ারপার্সন সর্বজন শ্রদ্ধেয়া বেগম খালেদা জিয়া ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫খ্রি. সকাল ০৬ :০০ টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনায় ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি., বাদ মাগরিব আইইবি'র মিলনায়তনের সামনে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান, (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন প্রফেশনাল এন্ড এসডব্লিউ), ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র।। আরো উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশল বিভাগসমূহ, প্রকৌশল চ্যাপ্টারদ্বয়, কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীবৃন্দ।

আইইবি'র Honorary Member, বাংলাদেশের সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপি'র চেয়ারপার্সন সর্বজন শ্রদ্ধেয়া বেগম খালেদা জিয়ার জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপি'র চেয়ারপার্সন সর্বজন শ্রদ্ধেয়া বেগম খালেদা জিয়া ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫খ্রি. সকাল ০৬ :০০ টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)।

মরহুমার জানাজা নামাজ উপলক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি. সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেন এবং ৩ (তিন) দিন ব্যাপী জাতীয় শোক পালনের নির্দেশ প্রদান করেন। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি. বিএনপি'র চেয়ারপার্সন সর্বজন শ্রদ্ধেয়া বেগম খালেদা জিয়ার জানাজা নামাজ দুপুর ৩ (তিন) টায় মানিক মিয়া এভিনিউতে অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, উপদেষ্টা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধানগণসহ বাংলাদেশের সর্বস্তরের আপামর জনসাধারণ (প্রায় ১.৫ কোটি মানুষ) উক্ত জানাজা নামাজে উপস্থিত হয়।

দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী : বিএনপি'র চেয়ারপার্সন সর্বজন শ্রদ্ধেয়া দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, ১৫ আগস্ট ১৯৪৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ইস্কান্দার মজুমদার, মাতার নাম তৈয়বা মজুমদার। ১৯৬০ সালে তিনি তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা জিয়াউর রহমানকে বিয়ে করেন। তাঁদের দুই পুত্র, তারেক রহমান ও আরাফাত রহমান কোকো (আরাফাত রহমান কোকো ২০15 সালে মৃত্যুবরণ করেন)। ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর বেগম খালেদা জিয়া ধীরে ধীরে রাজনীতিতে সক্রিয় হন। ১৯৮৪ সালে তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রভাবশালী নারী রাজনীতিবিদ। তিনি মোট ৩ বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, ১৯৯১-১৯৯৬, ১৯৯৬ এবং ২০০১-২০০৬। তিনি স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অবদান, বহুদলীয় গণতন্ত্র জোরদারে সক্রিয় ভূমিকা, নারী নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামো খাতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫খ্রি. সকাল ০৬ :০০ টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

বিএনপি'র চেয়ারপার্সন সর্বজন শ্রদ্ধেয়া বেগম খালেদা জিয়া'র আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর উদ্যোগে আইইবি'র Honorary Member, বাংলাদেশের সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপি'র চেয়ারপার্সন সর্বজন শ্রদ্ধেয়া বেগম খালেদা জিয়া'র আত্মার মাগফিরাত কামনায় ০১ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি., বাদ এশা আইইবি'র মসজিদে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট, আইইবি, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান, (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন প্রফেশনাল এন্ড এসডব্লিউ), ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র। আরো উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশল বিভাগসমূহ, প্রকৌশল চ্যাপ্টার, কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীবৃন্দ। দোয়া পরিচালনা করেন, আইইবি'র পেশ ইমাম মুফতি মো. সাইফুল ইসলাম।

আইইবি'র Honorary Member, বাংলাদেশের সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপি'র চেয়ারপার্সন সর্বজন শ্রদ্ধেয়া বেগম খালেদা জিয়া'র আত্মার মাগফিরাত কামনায় অসহায় ও দরিদ্রদের মাঝে খাবার বিতরণ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর উদ্যোগে আইইবি'র Honorary Member, বাংলাদেশের সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপি'র চেয়ারপার্সন সর্বজন শ্রদ্ধেয়া বেগম খালেদা জিয়া'র আত্মার মাগফিরাত কামনায় অসহায় ও দরিদ্রদের মাঝে ০১ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি., বাদ এশা আইইবি'র মিলনায়তনের সামনে খাবার বিতরণ করা হয়।

খাবার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট, আইইবি, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট

(এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান, (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন প্রফেশনাল এন্ড এসডব্লিউ), ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র। আরো উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশল বিভাগসমূহ, প্রকৌশল চ্যাপ্টার, কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীবৃন্দ।

পুরকৌশল বিভাগ

Safe Water Supply and Sewage Treatment in Bangladesh শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর পুরকৌশল বিভাগের উদ্যোগে Safe Water Supply and Sewage Treatment in Bangladesh শীর্ষক সেমিনার ০১ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি. সন্ধ্যায় শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি। তিনি বলেন, জলে ও স্থলে যতো সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে তা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হচ্ছে। বুড়িগঙ্গা নদী প্রায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনিত হয়েছে। বর্তমানে সাগরের পানিতেও প্ল্যাস্টিক পাওয়া যাচ্ছে।

পৃথিবীর জলভাগ এবং স্থলভাগের বর্তমান বিপর্যয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অধিকাংশ পরিবেশগত সমস্যার মূলে রয়েছে মানুষের অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকাণ্ড। ঢাকার প্রাণ হিসেবে পরিচিত বুড়িগঙ্গা নদী আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। কলকারখানার রাসায়নিক বর্জ্য এবং পয়ঃনিষ্কাশনের সরাসরি সংযোগ নদীটিকে একটি বিষাক্ত জলাধারে পরিণত করেছে। নদীর দুই পাড় অবৈধভাবে দখলের ফলে এর স্বাভাবিক প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে গেছে। দূষণের মাত্রা এতটাই ভয়াবহ যে, বুড়িগঙ্গার পানিতে এখন জলজ প্রাণীর বেঁচে থাকার মতো পর্যাপ্ত দ্রবীভূত অক্সিজেন প্রায় নেই বললেই চলে। স্থলভাগের দূষণ এখন আর কেবল ডাঙ্গায় সীমাবদ্ধ নেই, তা ছড়িয়ে পড়েছে বিশাল সমুদ্রের তলদেশেও। প্রতি বছর কয়েক মিলিয়ন টন প্লাস্টিক বর্জ্য সাগরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। বর্তমানে সাগরের গভীরতম অংশেও প্লাস্টিকের উপস্থিতি পাওয়া যাচ্ছে। সামুদ্রিক মাছ ও প্রাণীরা এই প্লাস্টিক কণা (মাইক্রোপ্লাস্টিক) গ্রহণ করছে, যা পরিশেষে মানুষের খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবেশ করে ক্যান্সারসহ মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করছে। স্থলে ও জলে যে বিপর্যয় দেখা দেয়, তা মানুষের হাতের কামাই। অতিরিক্ত ভোগবাদ এবং প্রকৃতির প্রতি উদাসীনতা আমাদের অস্তিত্বকে সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (এইচআরডি) আইইবি। তিনি বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দুই ধরনের চরম বিপরীতমুখী সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে। একদিকে অতিবৃষ্টি ও বন্যা, অন্যদিকে তীব্র পানির সংকট। বাংলাদেশে বন্যার সময় অতিবৃষ্টি এবং উজান থেকে আসা পানির কারণে দেশের নিচু অঞ্চলগুলো প্লাবিত হচ্ছে। বিশাল জনপদ দীর্ঘমেয়াদী জলাবদ্ধতার শিকার হচ্ছে। কৃষিজমি ও ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। বন্যার পানির কারণে জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। বর্ষায় পানির আধিক্য থাকলেও গরমের সময় ঠিক উল্টো চিত্র দেখা যায়। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে তীব্র পানির সংকট দেখা দেয়। বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে সেচ কাজ এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের পানির জন্য হাহাকার তৈরি হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে সুপেয় পানির সংকট সবচেয়ে প্রকট। লবণাক্ততার কারণে ওপরের স্তরের পানি ব্যবহারের অনুপযোগী হওয়ায়। সুপেয় পানির স্তরের খোঁজে প্রায় ২২০০ থেকে ২৩০০ ফুট গভীর পর্যন্ত পাইপ বসাতে হয়। এত গভীর নলকূপ স্থাপন অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। গভীর স্তরের পানির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা ভবিষ্যতে বড় ধরনের পরিবেশগত ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি। তিনি বলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো প্রকৌশলীদের পেশাগত উন্নয়ন। আইইবি'র বিভিন্ন প্রকৌশল বিভাগ নিয়মিতভাবে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকৌশলীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে। ২৩ নভেম্বর বাংলাদেশে ৫.৭ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। এই ভূমিকম্পের ফলে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এই ঘটনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় আমাদের প্রস্তুতি ও সচেতনতা এখনো অপর্যাপ্ত। ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে জানমালের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সাধারণ মানুষের মাঝে ভূমিকম্পের সময় করণীয় এবং পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করা। ভবন নির্মাণের প্রতিটি ধাপে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC) কঠোরভাবে অনুসরণ করা। ভবন নির্মাণের সময় অভিজ্ঞ এবং নিবন্ধিত প্রকৌশলীদের মাধ্যমে মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা এবং কাঠামোগত নকশা নিশ্চিত করা। পুরাতন ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো সংস্কার বা শক্তিশালীকরণ করা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি। উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, ড. প্রকৌশলী নাসির উদ্দিন খান, এম.এসসি. (পরিবেশ) পিএইচডি (যুক্তরাষ্ট্র) প্রধান পরামর্শক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অ্যাড্রয়েট এনভায়রনমেন্ট কনসালট্যান্টস লিমিটেড।

সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী আলমগীর হাছিন আহমেদ, সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, ঢাকা ওয়াসা। তিনি বলেন ঢাকা ওয়াসা ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব এটি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (DPHE) অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে একটি সরকারি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে একে আলাদা সংস্থা হিসেবে গঠন করা হয়। ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যার পর শহরের ড্রেনেজ ব্যবস্থা ঢাকা ওয়াসার অধীনে ন্যস্ত করা হয়। তবে ২০২২ সালে এটি পুনরায় ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ঢাকা শহরে প্রায় ৪ কোটি মানুষের বসবাস। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিদিন প্রায় ২৫০০ এমএলডি (মিলিয়ন লিটার প্রতিদিন) পানির প্রয়োজন হয়। ৭০% পানি আসে ভূগর্ভস্থ উৎস থেকে। ৩০% পানি আসে ভূপৃষ্ঠের উৎস থেকে। বর্তমানে ঢাকায় সরকারি গভীর নলকূপ আছে ১০৮১টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে রয়েছে ৪০০২টি। ঢাকার চারপাশের নদীর পানি পরিশোধন করে ব্যবহারযোগ্য করার মাধ্যমে সেবা দিচ্ছে ঢাকা ওয়াসা। চারদিকে নদী থাকায় পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ঢাকা ওয়াসা পুরো পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য ১০টি অঞ্চলে বিভক্ত করেছে। বর্তমানে ঢাকা সিটির মাত্র ২০% এলাকা সুয়্যারেজ বা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার আওতাভুক্ত।

সেমিনারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রকৌশলী মো. আইনুল কবির, ভাইস-চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি। সেমিনারে সভাপতিত্ব ও সঞ্চালনা করেন প্রকৌশলী মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম (খোকা), চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি। এছাড়াও আইইবি সদর দফতর, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, ইআরসি'র নেতৃবৃন্দ সহ বিভিন্ন সংস্থা, অধিদপ্তরের প্রকৌশলীবৃন্দ উক্ত সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

Solving Water Salinity Problem of Coastal Bangladesh with Engineering Innovation & Entrepreneurial Spirit শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর পুরকৌশল বিভাগের উদ্যোগে "Solving Water Salinity Problem of Coastal Bangladesh with Engineering Innovation & Entrepreneurial Spirit" শীর্ষক সেমিনার ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি. সন্ধ্যায় শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী আব্দুল আওয়াল, প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)। তিনি বলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) প্রকৌশলীদের জ্ঞান বিনিময় ও নীতি-নির্ধারণী পরামর্শ প্রদানের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। দেশের সুপেয় পানির সংকট নিরসনে আইইবি একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করতে পারে, যেখানে বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীরা তাদের কারিগরি অভিজ্ঞতা সরকারের কাছে তুলে ধরবেন। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সারাদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে ডিপিএইচই-র গ্রহণ করা 'বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ' প্রকল্পটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। গ্রামীণ পর্যায়ে বিশেষ করে উপকূলীয় ও পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া অঞ্চলে এটি পানির অভাব পূরণের সবচেয়ে কার্যকর সমাধান। বৃষ্টির পানি প্রাকৃতিক এবং বিশুদ্ধ। সঠিক উপায়ে এটি সংরক্ষণ করলে আর্সেনিক ও লবণাক্ততা মুক্ত পানি পাওয়া যাবে। মাটির নিচের পানির স্তরের ভারসাম্য রক্ষা পাবে। বিশুদ্ধ পানির প্রাপ্যতায় কলেরা, টাইফয়েড ও চর্মরোগের প্রকোপ কমবে। কিশোরী ও নারীদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হবে, যা পরোক্ষভাবে বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে সহায়ক হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি। তিনি বলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র প্রধান কাজ হলো, নতুন নতুন প্রযুক্তি এবং আধুনিক প্রকৌশল জ্ঞান সম্পর্কে প্রকৌশলীদের দক্ষ করে তুলতে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং কর্মশালার আয়োজন করা। দেশের বড় বড় মেগা প্রজেক্ট বা জাতীয় সংকটে আইইবি সরকারকে বিশেষজ্ঞ মতামত ও কারিগরি পরামর্শ দিয়ে থাকে। আজকের সেমিনার থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালা সরকারের স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (এইচআরডি) আইইবি। তিনি বলেন, সাতক্ষীরার শ্যামনগরসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় সুপেয় পানির সংকট এখন একটি মানবিক বিপর্যয়ে পরিণত হয়েছে। লোনা পানির অনুপ্রবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সেখানকার জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে নদী ও ভূ-গর্ভস্থ পানিতে লবণের মাত্রা বহুগুণ বেড়ে গেছে। লোনা পানি ব্যবহারের ফলে নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা, চর্মরোগ এবং উচ্চ রক্তচাপের মতো রোগ মহামারি আকারে ছড়াচ্ছে। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ)

আইইবি। উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, Engr. Sabrina Rashid Sheonty, Water Resources Engineer Montrose Environmental Solutions Inc., Canada. তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষের সুপেয় পানির অভাব রয়েছে। গ্রাম অঞ্চলের মানুষ নানা পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। আর্সেনিক দূষণ, লবণাক্ততা এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় মানুষ অনিরাপদ উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করছে। এর ফলে ডায়রিয়া, কলেরা ও চর্মরোগের মতো পানিবাহিত রোগ বাড়ছে। দীর্ঘমেয়াদী অপুষ্টি ও পানিবাহিত রোগের প্রভাবে অনেক ক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক বৃদ্ধিতে অস্বাভাবিকতা দেখা দিচ্ছে। এটি গ্রামে ভুল ধারণার জন্ম দিচ্ছে এবং অভিভাবকরা সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে মেয়েদের দ্রুত বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। চিকিৎসার খরচ মেটাতে গিয়ে দরিদ্র পরিবারগুলো আরও নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। সমস্যা সমাধানে কেবল টিউবওয়েল বসানো যথেষ্ট নয়, বরং প্রকৃতি-বান্ধব ও টেকসই প্রযুক্তি প্রয়োজন। উপকূলীয় ও পানির স্তর নিচে থাকা অঞ্চলে বাড়ির ছাদে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার আধুনিক ও পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা করা। লবণাক্ততা প্রবণ এলাকায় সৌরশক্তির সাহায্যে পানি শোধন করে লবণমুক্ত করার ছোট ছোট কমিউনিটি ভিত্তিক প্ল্যান্ট স্থাপন। সুপেয় পানির সংকট নিরসনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (NGO) এবং স্থানীয় বিত্তবানদের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। এটি কেবল পানির সমস্যা নয়, এটি একটি প্রজন্মের জীবন রক্ষার লড়াই।

সেমিনারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রকৌশলী মো. আইনুল কবির, ভাইস-চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি। সেমিনারে সভাপতিত্ব ও সঞ্চালনা করেন প্রকৌশলী মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম (খোকা), চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি। এছাড়াও আইইবি সদর দফতর, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, ইআরসি'র নেতৃবৃন্দ সহ বিভিন্ন সংস্থার, অধিদপ্তরের প্রকৌশলীবৃন্দ উক্ত সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

তড়িৎকৌশল বিভাগ

Inaugural Ceremony of 6th Annual Paper Meet (APM)

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর তড়িৎকৌশল বিভাগের উদ্যোগে 6th Annual Paper Meet (APM) Inaugural Ceremony ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি. সন্ধ্যায় আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার পুরাতন ভবন ২য় তলায় অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার, মাননীয় উপদেষ্টা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। তিনি বলেন, সাধারণত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান নিয়ে বেশি আলোচনা বা সমালোচনা শোনা যায়, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এখনো অনেক ঘাটতি রয়েছে। তাই সরকারি বা বেসরকারি, উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে সমানভাবে নজর দিতে হবে। কেবল একটি প্রকৌশল ডিগ্রি লাভ করলেই কেউ পূর্ণাঙ্গ বিশেষজ্ঞ হয়ে যান না। যেমন, একজন প্রকৌশলী ডিগ্রি পাওয়ার পরেই একজন স্থপতির (Architect) মতো স্বাক্ষর করে নকশা বা প্ল্যান পাস করার যোগ্যতা অর্জন করেন না। পেশাদারিত্বের পূর্ণতা পেতে এবং দায়িত্বশীল কাজ করতে হলে তাকে অবশ্যই অন্তত দুই বছরের বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। এরপরই তাকে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রকৌশলীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রধান হাতিয়ার হলো গবেষণা। আমরা যত বেশি গবেষণার সুযোগ তৈরি করব, আমাদের প্রকৌশলীরা তত বেশি দক্ষ ও আন্তর্জাতিক মানের হয়ে উঠবে। তাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় গবেষণার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করতে হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইকবাল, উপাচার্য, নর্থ ইস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ। তিনি বলেন, বাংলাদেশের বাজেটের এবং উন্নয়ন প্রকল্পের প্রায় ৮০% অর্থই খরচ হয় প্রকৌশলীদের হাত দিয়ে। রাস্তাঘাট, সেতু থেকে শুরু করে দেশের প্রতিটি ভৌত অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রকৌশলীদের মেধা ও শ্রমের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হচ্ছে। অর্থাৎ, দেশের প্রকৃত উন্নয়ন মূলত প্রকৌশলীদেরই কর্মদক্ষতার প্রতিফলন। অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, গত বছর আইইবি 'ওয়াশিংটন অ্যাকর্ড'-এর পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করেছে। এটি আমাদের দেশের প্রকৌশল শিক্ষার মানে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। এই অর্জনের ফলে আমাদের প্রকৌশলীদের বৈশ্বিক মানদণ্ড আরও সুদৃঢ় হয়েছে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের প্রকৌশল শিক্ষা ব্যবস্থার কারিকুলাম পরিবর্তন ও আধুনিকায়ন করা এখন অপরিহার্য। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী আমাদের সিলেবাস ও শিক্ষাদান পদ্ধতিকে নতুন করে সাজাতে হবে, যেন আমাদের প্রকৌশলীরা বিশ্বমঞ্চে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মোতাহার হোসাইন, চেয়ারম্যান, তড়িৎকৌশল বিভাগ, আইইবি। তিনি বলেন আইইবি'র তড়িৎকৌশল বিভাগের বর্তমান কমিটি দায়িত্ব গ্রহণ করেছে মাত্র ৫-৬ মাস। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই আমরা ১৫-১৬টি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের সফল আয়োজন সম্পন্ন করেছি। দুই দিনব্যাপী এই ৬ষ্ঠ বার্ষিক পেপার মিট আয়োজনে যারা নিরলস শ্রম ও

মেধা দিয়েছেন, আমি তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা যারা গবেষণা করছি, আমাদের গবেষণার ফলাফলকে কেবল থিসিস বা কাগজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। গবেষণার প্রকৃত সুফল তখনই পাওয়া যাবে, যখন তার ফলাফল বাস্তব জীবনে বা শিল্পক্ষেত্রে কাজে লাগানো হবে। বর্তমান বিশ্বে প্রতিটি উন্নত দেশ তাদের গবেষণার ফলাফলকে কাজে লাগিয়ে বড় বড় কোম্পানি ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। কিন্তু আমাদের দেশে বড় অভাব হলো সমন্বয়। আমাদের দেশের কোম্পানিগুলো কী কাজ করছে তার খবর শিক্ষা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো জানছে না, আবার প্রতিষ্ঠানের গবেষণালব্ধ জ্ঞান সম্পর্কে কোম্পানিগুলো অবগত নয়। এই দূরত্ব ঘুচিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আমাদের গবেষকদের মেধা ও গবেষণাকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মো. রেজাউল কমির, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)।

উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। তিনি গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী বিষয়ের উপর ৬ষ্ঠ বার্ষিক পেপার মিট আয়োজন করায় তড়িৎকৌশল বিভাগকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, মেডিকেল শিক্ষার মতো প্রকৌশল শিক্ষাতেও একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে সরকারি বা বেসরকারি মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করার পর শিক্ষার্থীদের সনদপত্র পেতে যেমন একটি পেশাদার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়, প্রকৌশলীদের ক্ষেত্রে তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। প্রকৌশল শিক্ষার মান ও পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে পাস করার পর এ ধরনের একটি মূল্যায়ন পরীক্ষার ব্যবস্থা করা এখন সময়ের দাবি। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স এখনো আইইবি'র অ্যাক্রিডিটেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়নি, সেগুলোকে দ্রুত এই প্রক্রিয়ার আওতায় আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে এর কোনো বিকল্প নেই। আমরা বিদেশে জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বা রেমিটেন্স অর্জন করি। কিন্তু বর্তমানে অদক্ষ জনশক্তি রপ্তানির কারণে আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেমিটেন্স অর্জনে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। দক্ষ ও আন্তর্জাতিক মানের জনশক্তি তৈরি করে বিদেশে পাঠালে রেমিটেন্স প্রবাহ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এই বিষয়গুলোতে বিশেষ নজর দেবেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট আইইবি ও চেয়ারম্যান, রাজউক। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, তড়িৎকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মনিরুল মাওলা। সঞ্চালনায় ছিলেন তড়িৎকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী উমাশাহ উমায়ুন মনি চৌধুরী।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান, (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন প্রফেশনাল এন্ড এসডব্লিউ), ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র সহ প্রকৌশল বিভাগসমূহ, প্রকৌশল চ্যাপ্টারদ্বয়, কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীবৃন্দ।

Closing Ceremony of 6th Annual Paper Meet (APM)

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর তড়িৎকৌশল বিভাগের উদ্যোগে 6th Annual Paper Meet (APM) Closing ceremony ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি. সন্ধ্যায় আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার পুরাতন ভবন ২য় তলায় অনুষ্ঠিত হয়।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মহান আকাঙ্ক্ষা, একটি স্বনির্ভর ও উন্নত রাষ্ট্র গঠন। তা বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য প্রকৌশলী সমাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জাতি গঠনে এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রকৌশলীদেরই সম্মুখ সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিতে হবে। আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনায় কারিগরি জ্ঞানের গুরুত্ব বুঝাতে তিনি চিনের উদাহরণ টেনে বলেন, আমরা যদি চিনের দিকে তাকাই, তবে দেখি সেদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রায় ৬৪% সদস্যই প্রকৌশলী। একটি দেশকে আধুনিক ও উন্নত করতে হলে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে প্রকৌশলীদের অংশগ্রহণ যে কতটা জরুরি, এটি তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বর্তমান সময়ে প্রতিটি মন্ত্রণালয়, সংস্থা, সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরে প্রকৌশলীদের প্রয়োজনীয়তা পূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। আধুনিক প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন

জনবলই এখন মূল চালিকাশক্তি। আমরা ইতিপূর্বে সংঘটিত শিল্প বিপ্লবগুলো যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারিনি, যা আমাদের পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পর আমাদের দেশের শিল্প খাত প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সেই ভঙ্গুর শিল্প খাতকে টেনে তোলেন। এরশাদের আমলে সেই অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয় এবং শিল্প বিকাশের ধারা আবারও মুখ থুবড়ে পড়ে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর তুলনায় আমরা বর্তমানে অনেক পিছিয়ে আছি। বর্তমানে চলছে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব। অতীতের সুযোগ হারানোর ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের এই বিপ্লবে সক্রিয়ভাবে শামিল হতে হবে। বিগত দিনের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ গড়তে প্রকৌশলীদের আরও উদ্ভাবনী হতে হবে। প্রযুক্তিগত দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে দেশকে বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে নিয়ে যাওয়াই হোক আমাদের আজকের অঙ্গীকার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, পিইঞ্জ., উপাচার্য, বুয়েট। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি বিজয়ের এই মহান মাসে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী সকল শহীদদের। একইসাথে তিনি চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের সাহসিকতা ও ত্যাগের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তি অভাবনীয় গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। উন্নত দেশগুলোতে যেকোনো জটিল সমস্যার সমাধান এখন প্রযুক্তির মাধ্যমেই নিশ্চিত করা হচ্ছে। বিশ্বায়নের এই যুগে টিকে থাকতে হলে আমাদের প্রযুক্তিনির্ভর সমাধানের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। দেশের টেকনোলজির উন্নয়নে ছাত্রদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তাদের গবেষণামুখী হতে উৎসাহিত করতে হবে। দেশকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করতে হলে আমাদের সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী আব্দুল হাসিব চৌধুরী, উপ-উপাচার্য, বুয়েট। তড়িৎকৌশল বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত এই পেপার মিট কেবলমাত্র একটি বার্ষিক আনুষ্ঠানিকতা নয় বরং এটি দেশের প্রকৌশল শিক্ষার গবেষণাকে আরও বেগবান ও শক্তিশালী করার একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশ এবং প্রায়োগিক গবেষণার প্রসার ঘটানোই এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য। বর্তমান বিশ্ব ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এনার্জি বা শক্তি বলতে আমরা মূলত বিদ্যুৎকেই বুঝি। বাংলাদেশে বর্তমানে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ প্রায় ৬৫০ kWh। আধুনিক সভ্যতায় বিদ্যুৎ ছাড়া জ্বালানির অন্য কোনো কার্যকর বিকল্প নেই। বিশেষ করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI)-এর মতো উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ ও ব্যবহার করতে হলে বিদ্যুতের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। এবারের ৬ষ্ঠ বার্ষিক পেপার মিটে যে সকল পেপার উপস্থাপিত হয়েছে, সেগুলোকে কেবল দলিলাদি হিসেবে সংরক্ষণ না করে সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে আরও গভীর গবেষণা প্রয়োজন। এই আয়োজনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি শক্তিশালী সমন্বয় তৈরি করা। ভবিষ্যৎ সকল প্রশিক্ষণ ও সেমিনারের বিষয়বস্তু এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যা সরাসরি শিল্প খাতের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। একাডেমিক গবেষণাগুলো যেন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করা যায়, সেই লক্ষ্যে ইন্ডাস্ট্রির সাথে নলেজ শেয়ারিং বৃদ্ধি করতে হবে।

উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। তিনি বলেন, তড়িৎকৌশল বিভাগের এই গুরুত্বপূর্ণ আয়োজনে গবেষণার উৎকর্ষ এবং সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটেছে। এবারের ৬ষ্ঠ বার্ষিক পেপার মিটে ৮০টি পেপার জমা পড়েছে। সংগৃহীত পেপারগুলোর মধ্য থেকে ৫৬টি উচ্চমানসম্পন্ন ও তথ্যবহুল রিসার্চ পেপার সফলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তড়িৎকৌশল বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সকল সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও প্রশিক্ষণ আয়োজনের মূল লক্ষ্য হবে তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে ব্যবহারিক বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল চাহিদার সমন্বয় ঘটানো। প্রতিটি সেমিনার বা প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু যেন কোনো না কোনো কোম্পানি বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের বাস্তব সমস্যার সমাধান বা প্রযুক্তির সাথে সরাসরি সম্পর্কিত হয়।

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করা এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষিত করা। একাডেমিক গবেষণাকে কেবল খাতা-কলমে সীমাবদ্ধ না রেখে শিল্প কারখানার কর্মক্ষেত্রের সাথে একটি মজবুত সেতু তৈরি করা।
সমাপানী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তড়িৎকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোতাহার হোসাইন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, তড়িৎকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মনিরুল মাওলা। সঞ্চালনায় ছিলেন তড়িৎকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী উমাশাহ উমায়ুন মনি চৌধুরী।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান, (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন প্রফেশনাল এন্ড এসডব্লিউ), ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র সহ প্রকৌশল বিভাগসমূহ, প্রকৌশল চ্যাপ্টারদ্বয়, কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীবৃন্দ।

কৃষিকৌশল বিভাগ

আইইবি'র Honorary Member, বাংলাদেশের সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপি'র চেয়ারপার্সন সর্বজন শ্রদ্ধেয়া বেগম খালেদা জিয়া'র আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া-মাহফিল

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর কৃষিকৌশল বিভাগরে উদ্যোগে আইইবি'র Honorary Member, বাংলাদেশের সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপি'র চেয়ারপার্সন সর্বজন শ্রদ্ধেয়া বেগম খালেদা জিয়া'র আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া-মাহফিল ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি. রোজ মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৫:৪৫ মি. (বাদ মাগরিব) শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী এ. এন. এইচ আখতার হোসেন, পিইঞ্জ., সাবেক সচিব, প্রধান উপদেষ্টা-এ্যাব, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আইইবি, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান, (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী গোলাম মাওলা, চেয়ারম্যান, কৃষিকৌশল বিভাগ, প্রকৌশলী মোহাম্মদ সরোয়ার মাওলা, ভাইস-চেয়ারম্যান, কৃষিকৌশল বিভাগ, প্রকৌশলী মো. বেলাল সিদ্দিকী, সম্পাদক, কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবিসহ প্রকৌশল বিভাগসমূহ, প্রকৌশল চ্যাপ্টারদ্বয়, কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীবৃন্দ। উক্ত অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন, আইইবি'র পেশ ইমাম, মুফতি মো. সাইফুল ইসলাম।

ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ বাংলাদেশে (ইএসসিবি)

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের দুই মাস ব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের দুই মাস ব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি. ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ (ইএসসিবি) এর সিটি ক্যাম্পাস, রমনা ঢাকাতে আয়োজন করা হয়। উক্ত আবাসিক এই প্রশিক্ষণ পরিচালিত হবে ইএসসিবি এর মেইন ক্যাম্পাস গজারিয়া মুন্সিগঞ্জে।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মো. তারেক আনোয়ার জাহেদী, প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর। বিশেষ অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী আশরাফুল আলম, রেক্টর, ইএসসিবি, আইইবি। সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি। উক্ত অনুষ্ঠান সমন্বয় করেন, প্রকিউরমেন্ট ইউনিটের প্রধান, প্রকৌশলী তাওহীদ হাসান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইইডি কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিনে হিট প্রজেক্টের ইজিপি প্রশিক্ষণ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিনে হিট প্রজেক্টের ইজিপি প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ বাংলাদেশে (ইএসসিবি) এর সিটি ক্যাম্পাসে। ভেন্যু হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে আইইবি এর কনফারেন্স কক্ষ। হিট প্রজেক্টের প্রকল্প পরিচালক, উপ প্রকল্প পরিচালক সহ অন্যান্য কর্মকর্তা এখানে উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের এক মাস ব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের এক মাস ব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ (ইএসসিবি) এর মেইন ক্যাম্পাস, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জে।

উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি, প্রকৌশলী আশরাফুল আলম, রেক্টর, ইএসসিবি, এলজিইডি কর্মকর্তাসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। ইএসসিবি'র প্রকিউরমেন্ট ইউনিটের প্রধান প্রকৌশলী তাওহীদ হাসান এই বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সমন্বয় করেন। ২ ব্যাচে প্রায় ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী এই প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা কেন্দ্র

Training on PPA-2006, PPR-2025 & EGP

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ০৭-১১ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রি., রবিবার-বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৬ টা-রাত ৯:০০ টা, আইইবি, ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ সিটি ক্যাম্পাসে ০৫ দিনব্যাপী PPA-২০০৬, PPR-২০২৫ & EGP Training অনুষ্ঠিত হয়। ০৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রি. ট্রেনিং এর শুভ উদ্বোধন করেন প্রকৌশলী কে এম আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র।

Training আয়োজনে সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্রকৌশলী মো. হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান (উজ্জ্বল) ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ডএসডব্লিউ), আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র এবং প্রকৌশলী কে এম আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। প্রশিক্ষণে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ২২ জন প্রশিক্ষণার্থী ট্রেনিংয়ে অংশ নেন।

দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া'র আশুরোগ মুক্তি ও দ্রুত সুস্থতা কামনায় 'পবিত্র কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল' আয়োজন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ০৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রি., রবিবার, বাদ মাগরিব, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বিএনপি চেয়ারপার্সন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া'র আশুরোগ মুক্তি ও দ্রুত সুস্থতা কামনায় 'দোয়া মাহ্ফিল' আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. হেলাল উদ্দিন তালুকদার। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী কে এম আসাদুজ্জামান।

দোয়া মাহফিলে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), এ্যাব এর আহ্বায়ক কমিটির সদস্য প্রকৌশলী শোয়েব বাশরী হাবলু, আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, আইইবি'র সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, আইইবি'র সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি) প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন, পিএন্ডএসডব্লিউ) প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান (উজ্জ্বল) উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও আইইবি'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল, আইইবি

বিভাগীয় কমিটি, আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন প্রকৌশলীবৃন্দ উক্ত দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন। দোয়া মাহফিলে উপস্থিত সকলে ৩ বারের সফল প্রধানমন্ত্রী, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া'র আশু রোগ মুক্তি ও দ্রুত সুস্থতা কামনায় মহান রবের নিকট দোয়া করেন।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে শহীদদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং কোরআন খতম

১৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রি., রবিবার, সকাল ৮:০০ টায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে শহীদদের প্রতিকৃতিতে আইইবি ও ঢাকা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে শহীদদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এরপর সকাল ৮:৩০ মিনিটে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ, মিরপুর শহীদদের স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এছাড়া বাদ মাগরিব আইইবি মসজিদে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মহান বিজয় দিবস-২০২৫ উপলক্ষে শেরেবাংলা নগরের জিয়া উদ্যানে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজার কমপ্লেক্সে এবং শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ

আইইবি সদর দফতর ও ঢাকা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস-২০২৫ উপলক্ষে ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রি., মঙ্গলবার, সকাল ০৯:০০ টায় আইইবি সদর দফতরে জাতীয় পতাকা ও আইইবি'র পতাকা উত্তোলন করা হয়। সকাল ১০:০০ টায় শেরেবাংলা নগরের জিয়া উদ্যানে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজার কমপ্লেক্সে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় এবং ১১:০০ টায় মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে অমর বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

"প্রকৌশলী পরিবারের কৃতি সন্তানদের সংবর্ধনা-২০২৫" অনুষ্ঠান

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), সদর দফতর ও ঢাকা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রি., রোজ সোমবার, বিকাল ০৩:৩০ মিনিটে, রমনাস্থ আইইবি মিলনায়তনে "প্রকৌশলী পরিবারের কৃতি সন্তানদের সংবর্ধনা-২০২৫" অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর প্রেসিডেন্ট এবং রাজউকের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী প্রকৌশলী মো. খালেকুজ্জামান চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র ভারপ্রাপ্ত সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল এবং ঢাকা ওয়াসার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, আইইবি প্রকৌশলী আলমগীর হাছিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি) প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন। এছাড়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন, পিএন্ডএসডব্লিউ) প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান (উজ্জ্বল)। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. হেলাল উদ্দিন তালুকদার। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী কে এম আসাদুজ্জামান।

আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক এন্ড আন্তর্জাতিক) প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক এন্ড আন্তর্জাতিক) প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রকৌশলী পরিবারের ২০২৫ সালে 'এস. এস. সি', 'এইচ. এস. সি', 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে

উত্তীর্ণ মোট ২০৫ জন কৃতি সন্তানদের ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। শিক্ষা অনুপ্রেরণামূলক আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্বর্ধিত কৃতি শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

চট্টগ্রাম কেন্দ্র

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র ফটো ক্যাটালাইসিস ব্যবহারের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বায়ু মানের অবস্থা এবং প্রশমন কৌশল বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ১০ ডিসেম্বর, ২০২৫ বুধবার সন্ধ্যা ৬:৩০টায় কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে (৬ষ্ঠ তলা) Indoor Air Quality status and mitigation strategies with use of photocatalysis শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম এর সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী খান মো. আমিনুর রহমান এর সঞ্চালনায় সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ রেলওয়ে'র জেনারেল ম্যানেজার (পূর্বাঞ্চল) প্রকৌশলী মো. সুবক্তগীণ। সেমিনারে মূল প্রবন্ধকার উপস্থাপন করেন নরওয়ের ইউনিভার্সিটি অফ আগদার (ইউআইএ), রিনিউয়্যাবল এনার্জি সেকশন, ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. তোরে বেহাস।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী (পূর্ব) প্রকৌশলী মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, প্রধান সংকেত এবং টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী (পূর্ব) প্রকৌশলী সৈয়দ মো. শাহিদুজ্জামান, চীপ অপারেটিং সুপারিনটেনডেন্ট জনাব মোহাম্মদ শফিকুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক (নির্মাণ ও সেতু) প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম চৌধুরী, মাওলানা ভাসানি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী ইকবাল মাহমুদ ও নরওয়ের আগদার বিশ্ববিদ্যালয়েল অধ্যাপক ড. সুমন রুদ্র উপস্থিত ছিলেন।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন স্বাগত বক্তব্য ও ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম উক্ত সেমিনারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মূল প্রবন্ধকার অধ্যাপক ড. তোরে বেহাস বলেন, বিশ্বব্যাপী ফটো ক্যাটালাইসিস পদ্ধতির ব্যবহার, গৃহ অভ্যন্তরীণ বিশেষ করে রান্নাঘরে উৎপন্ন, বায়ুর মানোন্নয়নের একটি আধুনিক, নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব, কার্যকর ও টেকসই প্রযুক্তি। এ পদ্ধতিতে মাইক্রোব, ক্ষতিকর গন্ধ এবং অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদানগুলোকে ভেঙ্গে বিশুদ্ধ করতে সাহায্য করে। বহুতল ভবন, বসত ঘর, অফিস এবং হাসপাতালের বায়ুমান উন্নতির জন্য এটি একটি কার্যকর প্রশমন কৌশল হিসেবে আধুনিক বিশ্বে বিবেচিত হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, এ প্রক্রিয়া সূর্য্যের আলোর উপস্থিতিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দূষণকারী উপাদানগুলোকে নিরাপদ পদার্থে রূপান্তরিত করে। ঘরের ভিতরে বায়ু দূষণকারী ফরমালডিহাইড, টলুইন, বেনজিন, ক্ষতিকর গন্ধ, ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস এগুলো স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরী করে। ফলে এতে এলার্জি, মাথা ব্যাথা, শাসকষ্ট রোগের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও তিনি বলেন, অভ্যন্তরীণ উদ্বায়ী জৈব যৌগ VOC বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের বিষয় যার ঘনত্ব প্রায়শই বাইরের স্তরকে ছাড়িয়ে যায় এবং মানুষের সংস্পর্শে ক্ষতিকর মাত্রা দ্রুততর হয়। মূল প্রবন্ধকার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ বায়ুর মানোন্নয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

প্রধান অতিথি প্রকৌশলী মো. সুবক্তগীণ বলেন, বাসায় এবং কর্মস্থলে পরিবেশ নিরাপদ থাকলে সকলে সুস্থ থাকবে এবং কর্মস্পৃহা বাড়বে। তিনি বহির্বিশ্বের ন্যায় এদেশে যুগোপযোগী নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ এবং অভ্যন্তরীণ বায়ুর মানোন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন যাতে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বাসযোগ্য স্বদেশ নির্মাণ করা সম্ভব হয়। তিনি সকল উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদনে যথাযথ প্রযুক্তির ব্যবহার, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে প্রকৌশলী সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, চট্টগ্রাম হতে কক্সবাজার রেললাইন নির্মাণে ইউরোপিয়ান প্রযুক্তি ব্যবহার, কম্পিউটার বেজড সিগন্যাল সিস্টেম সংযোজন করা হয়েছে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে রেলওয়ের কার্যক্রমকে উন্নত, গতিশীল ও পরিবেশবান্ধব করার প্রয়াস চলছে। তিনি চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার রোডে পরিবেশ রক্ষায় সাড়ে সাত লক্ষ গাছ রোপন, বন্যপ্রাণী পারাপারের জন্য আন্ডার পাস-ওভারপাস তৈরী ও লাইনের দুপাশে হাতি চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করাসহ কালুরঘাট রেল ব্রিজের দুপাশে যাতায়াতের জন্য ওভারপাস টুওয়ে রাস্তা নির্মাণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এছাড়াও তিনি অদূর ভবিষ্যত চট্টগ্রাম হতে ঢাকা বুলেট ট্রেন চালুর পরিকল্পনার বিষয় উল্লেখ করেন। এছাড়াও ঢাকা হতে কুমিল্লা পর্যন্ত কর্ড লাইন করা হবে যাতে ঢাকা হতে চট্টগ্রামের নির্ধারিত দুরত্ব হতে ৯০ কিলোমিটার কমে আসবে এবং ৩ ঘন্টায় চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা যাওয়া আসা করা যাবে। তিনি রেলওয়ের মানোন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর পরিকল্পনা গ্রহণ ও গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রকৌশলীগণ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে বলে মত ব্যক্ত করেন। সভাপতির বক্তব্যে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম বলেন, আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র শিক্ষার উন্নয়ন ও পেশাগত

দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অনবদ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তিনি গবেষণামূলক ও প্রযুক্তির উন্নয়নে নরওয়েসহ আধুনিক বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে সেতুবন্ধনের উপর মত ব্যক্ত করেন। তিনি প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডে প্রকৌশলীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য বলে উল্লেখ করেন। এছাড়াও তিনি লিডারশীপ তৈরীতে সকল হিংসা বিদ্বেষ মুক্ত হয়ে এবং নৈতিকতার সহিত দায়িত্ব পালনের জন্য সকল প্রকৌশলীদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রকৌশলী কাজী আরশাদুল ইসলাম, জনাব মোঃ শফিকুর রহমান, প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, প্রকৌশলী ফিরোজ আলম, প্রকৌশলী আবুল কালাম চৌধুরী, প্রকৌশলী মো. কামরুজ্জামান অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধকারকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ ও ক্রেস্ট উপহার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন প্রকৌশলী কর্মকর্তাবৃন্দ, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, লোকাল কাউন্সিল সদস্যগণ, প্রকৌশলীবৃন্দ এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী কেন্দ্র

আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের মহান বিজয় দিবস-২০২৫ উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, (আইইবি) রাজশাহী কেন্দ্রের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ উদযাপিত হয়। সকাল ৯:৩০ মিনিটে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, রাজশাহী কেন্দ্রে জাতীয় পতাকা ও আইইবির পতাকা উত্তোলন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী সরদার আনিছুর রহমান রানা, এফ/৪৫২০ এবং আইইবি'র পতাকা উত্তোলন করেন প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান মনির, এফ/১০২৪৫, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন), অতঃপর মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন রাজশাহী কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী সরদার আনিছুর রহমান রানা, পরবর্তীতে সকাল ১০:০০টায় রুয়েটের শহীদ মিনারে শহীদদের স্মরনে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

মহান বিজয় দিবস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভাইস প্রকৌশলী মো. আব্দুর রশিদ (এফ/৭৪৬৪), চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী ড. মো. রবিউল ইসলাম সরকার (এফ/১৪৬৬৪) সহ মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর, রুয়েট, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এসএম আব্দুর রাজ্জাক, প্রকৌশলী লুৎফর রহমান তালুকদার, এফ/৭৩৪৫, প্রকৌশলী মখলেসুর রহমান, এফ/১১৮১৪, প্রকৌশলী মো. শেখ কামরুজ্জামান, এফ/১০০৮৪, প্রকৌশলী মো. বরকত হোসেন মোল্লা, এফ/১২৪৫০, প্রকৌশলী মো. শরিফুল হক, এফ/১৩৮০৬, প্রকৌশলী মো. রোমেল হায়দার, এম/২৫০১৩, প্রকৌশলী কাজী সালেহ আহসান, এম/৩৪৫৯৮, প্রকৌশলী জিন্নুরাইন খান, এফ/১০২১৭, প্রকৌশলী রবিউল ইসলাম, এম/১৮৫৮৭, প্রকৌশলী কবিরুজ্জামান, এফ/১৪৯০৬, এছাড়াও প্রকৌশলী নূর ইসলাম তুষার, এফ/৫০৫১ (সাবেক সম্মানী সম্পাদক আইইবি রাজশাহী কেন্দ্র), প্রকৌশলী উদ্রিস আলী সরকার, এফ/১৪৬৮৭ প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ, এম/২১৫৭৫, প্রকৌশলী আহমেদ হোসেন, প্রকৌশলী মো. সুমন সহ বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, (আইইবি) রাজশাহী কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের কনফারেন্স রুমে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী সরদার আনিছুর রহমান রানা, এফ/৪৫২০ এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এস এম আব্দুর রাজ্জাক, মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর, রুয়েট অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকিত করেন। আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের বিভিন্ন ডিপাটমেন্ট এর প্রকৌশলীগণ আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তরজমাসহ তেলোয়াত করেন প্রকৌশলী মো. বরকত হোসেন মোল্লা, এফ/১২৪৫০, অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রকৌশলী মো. আব্দুর রশিদ, এফ/৭৪৬৪, ভাইস চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), আইইবি রাজশাহী কেন্দ্র। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রকৌশলী মো. শরিফুল হক, এফ/১৩৮০৬,

কাউন্সিল সদস্য, আইইবি রাজশাহী কেন্দ্র। এছাড়াও বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা করেন প্রকৌশলী সুদীপ্ত দাস, এফ/৯৫৭১, প্রকৌশলী নূর ইসলাম তুষার, এফ/৫০৫১ (সাবেক সম্মানী সম্পাদক আইইবি রাজশাহী কেন্দ্র), ড. প্রকৌশলী মো. নিয়ামুল বারী, এফ/৮৯০৮, প্রকৌশলী মখলেসুর রহমান, এফ/১১৮১৪, প্রকৌশলী সিফাত উল্লাহ, এম/৪৬১৯৮।

এছাড়াও আলোচনা সভায় প্রকৌশলী লুৎফর রহমান তালুকদার, এফ/৭৩৪৫, প্রকৌশলী রবিউল ইসলাম, এম/১৮৫৮৭, প্রকৌশলী রোমেল হায়দার, এম/২৫০১৩, প্রকৌশলী শিব্বির আহমেদ, এফ/১১৮১৫ প্রকৌশলী নাজিরুল ইসলাম, এফ/৭৫৩৫, প্রকৌশলী মো. জিন্নুরাইন খান, এফ/১০২১৭, প্রকৌশলী এ.কে.এম ওবাইদুল্লাহ, এফ১২৭১৯, প্রকৌশলী কবিরুজ্জামান, এফ/১৪৯০৬, প্রকৌশলী কাজী সালেহ এহসান, এম/৩৪৫৯৮, প্রকৌশলী সীফাত উল্লাহ, এম/৪৬১৯৮, প্রকৌশলী উদ্রিস আলী সরকার, এফ/১৪৬৮৭, প্রকৌশলী জুনায়েদ আহমেদ, এম/৩২০৯৫, প্রকৌশলী এনামূল হক, এম/৪৪৮০৭ সহ রাজশাহীর বিভিন্ন প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রায় অর্ধশতাধিক প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

কুমিল্লা কেন্দ্র

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) কুমিল্লা কেন্দ্রের ৬৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) কুমিল্লা কেন্দ্রে ১৯৬২ সালে যাত্রাশুরু করে। তারই ধারাবাহিকতায় আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্র এবছর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাসহ নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ৬৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করে। জাতীয় সংগীত পরিবেশন, উৎসব র‍্যালি, শান্তির প্রতীক পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) কুমিল্লা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী আব্দুর রাজ্জাক এর নেতৃত্বে শপথ বাক্য পাঠে প্রকৌশলীরা সব সময় দেশ ও জাতির সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রাখার শপথ করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মোতাহার হোসেন, চেয়ারম্যান, তড়িৎকৌশল বিভাগ, আইইবি, প্রকৌশলী মো. সায়েদুর রহমান, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. শফিউল আলম, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), প্রকৌশলী মো. আশরাফ জামিল, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্রের লোকাল কাউন্সিল মেম্বার সহ বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ। বয়স যে কোনো বাধা নয় তা দেখিয়ে দিয়েছেন ৭২ বছর বয়সী আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী আব্দুর রাজ্জাক। কুমিল্লা কেন্দ্রের ২ দিন ব্যাপী ৬৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানটি ছিল প্রকৌশলী এবং প্রকৌশলী পরিবারের মিলন মেলা। অনুষ্ঠানে ছিলো র‍্যালি, কেক কাটা, বাচ্চাদের বিভিন্ন খেলাধুলা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, প্রকৌশলীদের ও ভাবিদের বিভিন্ন খেলাধুলার প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং প্রকৌশল বিষয়ক সেমিনার। তবে কোনো ভাবেই ভুলেন নাই জুলাই '২৪-এর আন্দোলনে নিহতদের ও তাঁদের পরিবারকে এবং আহতদেরকে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানটি সফল করার পিছনে এই ৭২ বছর বয়সী যুবকের সাথে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

মহান বিজয় দিবস-২০২৫ উদযাপন

যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস -২০২৫ উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর কুমিল্লা কেন্দ্রের চেয়াম্যানের নেতৃত্বে ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫খ্রি. শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

উক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের সময় উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মো. আব্দুর রাজ্জাক, চেয়ারম্যান, আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. সায়েদুর রহমান, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. শফিউল আলম, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), প্রকৌশলী মো. আশরাফ জামিল, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্রের লোকাল কাউন্সিল মেম্বার সহ বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ।

মহান বিজয় দিবস-২০২৫ উপলক্ষে নবান্ন পিঠা উৎসব

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর কুমিল্লা কেন্দ্রের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস-২০২৫ উপলক্ষে নবান্ন পিঠা উৎসব ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫খ্রি. শহীদ প্রকৌশলী মোজাম্মেল আলী ভবন, কনফারেন্স রুমে দুপুর ০৩:০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী শেখ ফিরোজ

কবির, প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কুমিল্লা।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মো. আব্দুর রাজ্জাক, চেয়ারম্যান, কুমিল্লা কেন্দ্র, আইইবি। নবান্ন পিঠা উৎসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মো. সায়েদুর রহমান, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. শফিউল আলম, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), প্রকৌশলী মো. আশরাফ জামিল, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্রের লোকাল কাউন্সিল মেম্বার সহ বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ।

রংপুর কেন্দ্র

"মহান বিজয় দিবস-২০২৫" উপলক্ষে বিজয় পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা কর্মসূচী পালন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) রংপুর কেন্দ্রের পক্ষ হতে মহান বিজয় দিবস-২০২৫ এর প্রথম প্রহরে বীর শহীদদের উদ্দেশ্যে রংপুর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয় এবং বিকাল ৪.০০ টা থেকে রাত ৮.০০ ঘটিকা পর্যন্ত বিজয় পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক ও গণপূর্ত বিভাগ, রংপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. সাকিউল আলম।

আরোও উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড রংপুর এর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. সরফরাস বান্দা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি, দিনাজপুর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. মাহবুবুল আলম খান। রংপুর নেসকো তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. শরিফুল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজার রহমান ভূইয়া, প্রকৌশলী মো. পলাশ চন্দ্র দাস, নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আবু সাঈদ সরকার, প্রকৌশলী মো. আবুল মতিন, প্রকৌশলী মো. আসিফ শাহরিয়ার, প্রকৌশলী মো. গোলাম হোসেন, প্রকৌশলী মো. নুর মোহাম্মদ, সহকারী প্রকৌশলী মো. রোকোনুজ্জামান, মো. রেদওয়ান, মো. আসাদুল্লাহ সরকার, সড়ক ও জনপথ বিভাগের রংপুরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. আমানউল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আব্দুর রহীম, নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী জি.এম এহতেশাম, প্রকৌশলী মো. সাজেদুর রহমান, এলজিইডি রংপুরের সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী মো. আখতারুজ্জামান, সহকারী প্রকৌশলী সহকারী প্রকৌশলী জয়া সান্যাল, সহকারী প্রকৌশলী মো. নাফিউর রহমান, প্রকৌশলী মো. মোহাইমিনুল ইসলাম মহান, প্রকৌশলী নাসিফ রাব্বি, গণপূর্ত জোন রংপুরের, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী নাছিম উদ্দীন, নির্বাহী প্রকৌশলী মো. জিয়াউল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. সুলতান মাহমুদ, সহকারী প্রকৌশলী মো. আরেফিন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রংপুরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আহসান হাবিব, প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রবিউল ইসলাম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. আশরাফুল আলম, সহকারী প্রকৌশলী মো. মুন্না হক, বিএডিসি, রংপুরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এস.এম শহিদুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী হুসাইন মোহাম্মদ আলতাফ, বিএমডিএ, রংপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী এ.কে.এম মশিউর রহমান, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর এর নির্বাহী প্রকৌশলী পঙ্কজ কুমার সাহা, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর সহকারী প্রকৌশলী মো. শোয়েব সারোয়ার হাবিব, বাংলাদেশ বেতার, রংপুরের আঞ্চলিক প্রকৌশলী মো. জাইফুল ইসলাম এবং অবসর প্রাপ্ত প্রকৌশলী মো. মাহবুব উল আলম, প্রকৌশলী মো. মোছাব্বেরুল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. উমর ফারুক, প্রকৌশলী মো. কামরুজ্জামান, প্রকৌশলী মো. আল আমিন, প্রকৌশলী মো. সিদ্দিকুর রহমান প্রকৌশলী মো. ফারুক আজম, প্রকৌশলী মো. নাজমুল হক, প্রকৌশলী মো. বদিউজ্জামান প্রমুখসহ আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের প্রকৌশলীবৃন্দ।

ENGINEERING STAFF COLLEGE, BANGLADESH (ESCB)

IEB HQ, Ramna, Dhaka-1000.

Tel: 880-2-9574144 Fax: 88-02-7113311

E-mail: info@esc-bd.org, escbieb@gmail.com; web: www.esc-bd.org

Training on Engineering, Technology and Management Related Subjects, Main & City Campus

Sl No.	Course Title	Hours/Batch
1	Training Course on Subsoil Investigation	15
2	Introduction to Building Construction Regulations and Bangladesh National Building Code (BNBC)	15
3	Training Course on Managing Project using Microsoft Project 2016	18
4	Training course on Operation, Maintenance & Trouble Shooting of Electrical Machines	15
5	Training Course on Electrical Services for Buildings and Industries	12
6	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Buildings & Foundation and Slab using ETABS and SAFE software together	36
7	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Buildings & Foundation and Slab using ETABS and SAFE software together	12
8	Training Course on Fire Safety in Building	9
9	Training Course on Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) Systems	36
10	Industrial Instrumentation and Control Engineering	30
11	Training Course on Microcontroller	36
12	Occupational Safety, Health & Environment Management (OHEM)	18
13	Pile Foundation : Design and Construction	15
14	Training Course on Programmable Logic Controller (PLC) and Distributed Control System (DCS) for industrial automation	50
15	Training Course on Plumbing Technology	12
16	Training Course on Managing Projects Using PRIMAVERA P6 (V-18.8 Latest Version)	30
17	Training Course on Advanced PLC Course (Siemens S7 – 300 PLC)	24
18	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Civil Engineering Structures using STAAD.Pro Software	30
19	Training Course on Captive Power Generation	15
20	Seismic Design and Construction of RC Structures (Design and Construction of Earthquake Resistant Structures)	20
21	Training Course on Rajuk Imarat Nirman Bidhimala and FAR Calculation	6
22	Training Course on A/C Inverter Drives	21

B. Training on Computer and IT Related Subjects, City Campus, Ramna, Dhaka

Sl No.	Course Title	Hours/Batch
1	Hardware Maintenance &Network Essentials (Module-I)	60
2	Networking & Windows 2008 Server (Module-II)	60
3	Redhat Certification and Linux (Friday) (Module-III)	80
4	Computer Fundamentals (Evening)	48
5	AutoCAD (2D)	40
6	AutoCAD (3D)	24
7	RDBMS Programming with Oracle (Friday)	70
8	Geographic Information System (GIS)	48
9	Website Design and Development (Module-A)	60

রেজি নং-ডিএ-১৯২৭, ৫০তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি.

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)

The Institution of Engineers, Bangladesh (IEB)

শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকা-১০০০

www.iebbd.org IEBangladesh